শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস
ড. ময়না তালুকদার
সুবর্ণা সরকার
বিপ্লব মল্লিক
ড. শিশির মল্লিক
পরিমল কুমার মণ্ডল
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
বিভোল সাহা
শাওন চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ
শাওন চৌধুরী

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
আবাবিল যুল জালাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

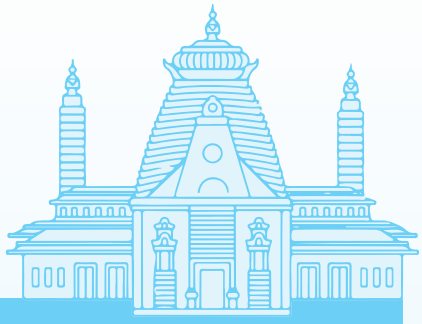

ভূমিকা

প্রিয় সহকর্মী,

ষষ্ঠ শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই!

এই শিক্ষক সহায়িকাটি আপনাকে ষষ্ঠ শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। এই বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সামর্থ্যকে বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। আপনার পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে এটি নতুন কিছু যোগ করবে। এই বইয়ের নির্দেশনার আলোকে কাজ করার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের হিন্দুধর্ম শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের এক এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাতে শিক্ষার্থীরা এই নূতন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সম্পূর্ণভাবে এবং সমভাবে অর্জন করতে পারবে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণির হিন্দুধর্ম বিষয়ের জন্য ৩ টি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শিক্ষক সহায়িকাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সার্বিকভাবে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হবেন এই সহায়িকায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সূচিপত্র

বিষয় পরিচিতি	১-৮
প্রথম অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা -১: ঈশ্বরে বিশ্বাস	৯-১৫
শিখন অভিজ্ঞতা -২: ঈশ্বরের স্বরূপ -নিরাকার ও সাকার	১৬-২৫
শিখন অভিজ্ঞতা-৩: আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল	২৬-৩২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা-৪: নিত্যকর্ম	৩৩-৩৯
শিখন অভিজ্ঞতা -৫: শুচিতা, উপাসনা ও প্রার্থনা, দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৪০-৫৬
শিখন অভিজ্ঞতা -৬ যোগাসন	৫৭-৬১
তৃতীয় অধ্যায়	
শিখন অভিজ্ঞতা-৭: মানবিক গুণ- নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা, আদর্শ জীবনচরিত	৬২-৭৫
শিখন অভিজ্ঞতা -৮ সহাবস্থান	৭৬-৯১

বিষয় পরিচিতি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ-হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে-যা সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

যোগ্যতার ধারণা

জ্ঞান, দক্ষতা, ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। চারটি উপাদানের এই সমন্বিত রূপ যোগ্যতার ধারণাকে পূর্বের শিখনফলের ধারণা থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা :

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

বিস্তারিত শিক্ষাক্রম অনুসারে হিন্দুধর্ম শিক্ষার ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য উল্লিখিত শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটিকে নিচের তিনটি একক যোগ্যতায় রুপান্তর করা হয়েছে-

৬.১ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা;

৬.২ হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা;

৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তারা ধারাবাহিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে; যেন তারা নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে পারে । অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখন সম্পন্ন হলে তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, শিক্ষার্থী তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে শিখনটা স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন শুরু হয় একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এরপর

শিক্ষকের সামনে তার প্রতিফলন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায় শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান। এরপর শুরু হয় পরবর্তী ধাপের শিখন কার্যক্রম। শিক্ষার্থীরা নিজেরা করে, দেখে শিখে, চিন্তা করে শিখে এবং প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সচেতন, সক্রিয় ও স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে। নিচে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি দেখানো হলো-

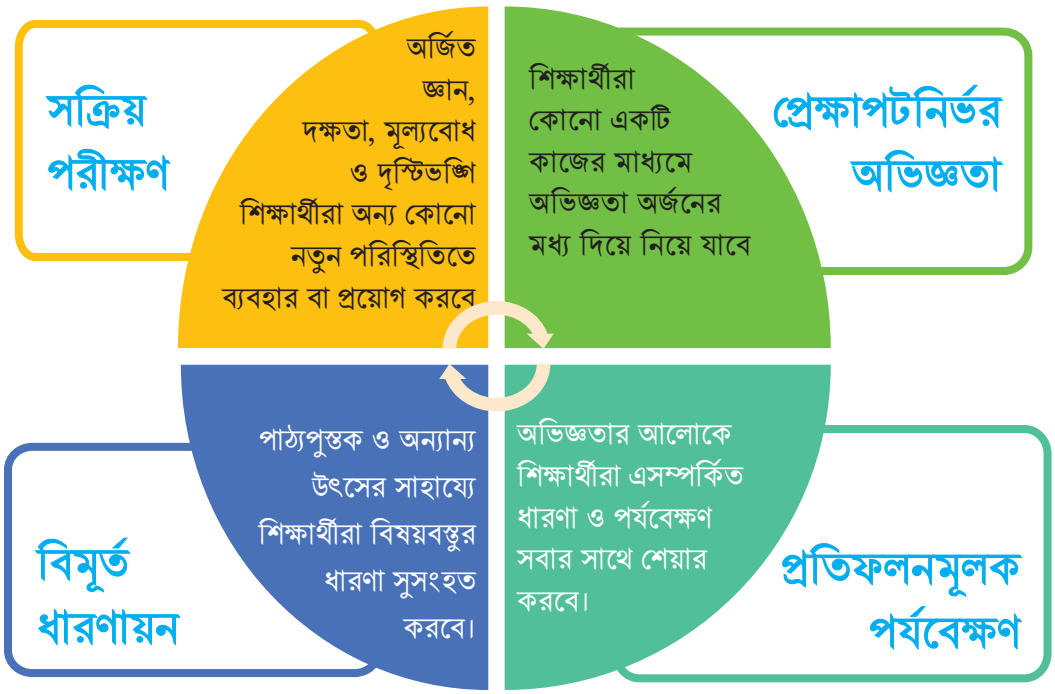

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চারটি মূল ধাপ হলো:

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা (Concrete Experience): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো একটি কাজ বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এটি শ্রেণিতে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে এমনকি শিক্ষার্থীরে দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনাও অভিজ্ঞতা হিসাবে আসতে পারে। এখানে তারা একক বা দলীয়ভাবে কাজটি করতে পারে।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কাজ বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা, পর্যবেক্ষণ, ও মতামত উপস্থাপন করে। অন্যের সঙ্গে নিজের ধারণা, মতামত ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে। এই ধাপে শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে চিন্তা করে। এ ধাপে শিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিদ্যমান অবস্থান যাচাই করার সুযোগ পান।

বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যমান ধারণার সাথে পাঠ্যপুস্তকসহ আরো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর বিষয়য়ক ধারণার সাথে তুলনা করে নিজের ধারণাকে সুসংহত করার সুযোগ পায় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করে।

সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation): এই ধাপে শিক্ষার্থীরা পূর্বের ধাপসমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দৃস্টিভঙ্গি ব্যবহার করে নতুন বা পরিবর্তিত কোনো পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে অনুশীলন করে থাকে। মূলত অর্জিত শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই হলো মিখন যোগ্যতা অর্জন করা।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটানো এবং তাদের ২১শ শতাব্দীর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করানো।

শিক্ষক সহায়িকা বই এর ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলি

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আওতায় হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক হিন্দুধর্ম শিক্ষার প্রতিটি যোগ্যতার ৪টি প্রধান উপাদান (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ও অনুধাবন করবেন।

- সকল শিখন কার্যক্রম যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘচানোর মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন।

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো- আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাজভিত্তিক বা হাতে-কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।
- হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ও গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসমূহের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করে এবং সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা বিকাশ করার সুযোগ দেয়। এই শিক্ষক রিসোর্স বইয়ের বিভিন্ন ধাপে যে সকল গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা (সতীর্থ মূল্যায়ন, অভিভাবক মূল্যায়ন, শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন প্রভৃতি) সংযুক্ত করা হয়েছে, আমরা আশা করছি এ নমুনাগুলো হিন্দুধর্ম বিষয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করবে।

সেশন

হিন্দুধর্ম শিক্ষার যে তিনটি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা বছরে ৫৬ টি সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

জেন্ডার

খেয়াল রাখবেন ছেলে-মেয়ে বা তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থী যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। ছবি আঁকার সময় ছেলেরা মেয়েদের বা মেয়েরা ছেলেদের বা কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো শিক্ষার্থীকে উপহাস বা হাস্যরস না করে। শ্রেণিতে যেন একটা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক থাকে সে বিষয়ে আগে থেকেই গ্রাউন্ডরুলস তৈরি করে দিন। দল বা জোড়া নির্বাচনের সময় ছেলে বা মেয়ের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবাই শ্রেণির সব কাজ করবে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। ছেলেদের বা মেয়েদের বলে আলাদাভাবে কোনো কাজ চিহ্নিত করবেন না।

ইনক্লুশন

সব শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পছন্দ (Choice) ও সামর্থ্যকে (Capability) গুরুত্ব দিন। যেমন কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি না এঁকে অন্যভাবে হাতে-কলমে প্রকাশ করতে চায় সেটিকে উৎসাহ দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি বাক্‌জনিত সমস্যা থাকে তাকে আলোচনার সময় অন্যভাবে মত প্রকাশ করতে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর যদি শারীরিক কারণে দেয়ালে ছবি টাঙাতে অসুবিধা হয়, তাকে তার জায়গায় বসে ছবি দেখিয়ে মত প্রকাশ করতে দিন, অথবা তার অনুমতি নিয়ে আপনি নিজে বা শিক্ষার্থীদের কেউ দেয়ালে ছবিটি লাগিয়ে দিন। কোনো শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মান আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা সবসময় বিবেচনায় রাখুন, যেমন কেউ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তাকে সামনে বসার ব্যবস্থা করে দিন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রমী কোনো সময়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থী এলে তাকে সবার সাথে পরিচিত করিয়ে সহজ হতে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

যেহেতু এবার কোনো পরীক্ষা থাকছে না, শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আচরণ, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন, অর্পিত কাজ, ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে শিক্ষকের পাশাপাশি সতীর্থ এবং বাবা-মা/অভিভাবকের মূল্যায়নের সুযোগ আছে। এসংক্রান্ত যাচাই তালিকা এবং রুব্রিক্সগুলো এ সহায়িকার শেষে সংযুক্ত আছে। বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষকগণ যাতে শিখনকালীন এবং নির্দিস্ট সময়ে সামস্টিক মূল্যায়নের প্রমানক এবং তথ্যসমূহ সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য 'নৈপুণ্য' নামক একটি অ্যাপ আছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে শুধু মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ নয় এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ট্রান্সক্রিপ্টও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যাবে। অ্যাপটি কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তার গাইডলাইন ইতোমধ্যে শিক্ষকদেরকে দেয়া হয়েছে।

শিখন উপকরণ:

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব স্কুল থেকে উপকরণগুলো সরবরাহ করতে। যেসব উপকরণ শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ করতে হয় সেগুলো যেন সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। ব্যয়বহুল উপকরণের বদলে রিসাইক্লিং, রিইউজ এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণকে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীকে বিকল্প এবং সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। যেমন: নতুন কাগজের

বদলে পুরোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার, প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার ইত্যাদি। শিক্ষার্থী যেন উপকরণ কেনার বদলে যথাসম্ভব আশেপাশে পাওয়া যায় এরকম জিনিস ব্যবহার করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপকরণ কতটা জাঁকজমকপূর্ণ সেটি বিবেচনা না করে সে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করল, কেবল সেটি বিবেচনা করবেন।

বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সহায়িকা বই কীভাবে ব্যবহার করবেন

কোভিড-১৯ অতিমারি বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা হবে তা নূতনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। পরিচিত, কোলাহলমুখর এবং প্রাণচঞ্চল সরাসরি সেশনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর একজন শিক্ষক হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও আপনি এই সময়ে হয়তো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন, সেশন Online হোক বা সরাসরি, শিখন-শিক্ষণের মূল দর্শন বা ভাবনা কিন্তু একই। তাই কিছু বিশেষ প্রস্তুতি আপনাকে সরাসরি সেশনের অনুরূপ দক্ষতা বা সাবলীলতায় Online সেশন পরিচালনার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি করতে হতে পারে। আর কোভিড-১৯ বা এজাতীয় কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে দেশ বা এলাকাব্যাপী লকডাউনে পুনরায় Online সেশন চালু হওয়া সম্ভবপর একটি ঘটনা। সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এই প্রস্তুতি অর্জন করা ভারী গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহায়িকা বইয়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে, বিশেষভাবে অনলাইনে কীভাবে পরিচালনা করবেন তার কিছু প্রস্তাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং আরও কিছু সক্ষমতা যেমন কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিগম্যতা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, প্রভৃতি আপনাকে এখানে প্রস্তাবিত উপায়গুলোকে বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রস্তাবগুলো আপনার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার অনুরোধ রইলো।

যে সকল শিক্ষার্থীর শুনতে, বলতে, দৃষ্টিসংক্রান্ত অথবা অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য Online সেশন সম্পাদনে বিশেষভাবে যত্ন নিন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। কোনো কাজ সম্পাদনে অন্য শিক্ষার্থী থেকে তাকে সময় বাড়িয়ে দিন। খুঁজে দেখুন বিশেষ কোনো শিক্ষা উপকরণ আছে কি না যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে। যেমন দৃষ্টিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Screen-এর সকল Text পড়ে শোনায় এমন Application ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন একটি free application হলো NVDA (https://www.nvaccess.org)। পাশাপাশি যে শিক্ষার্থী কিঞ্চিত দেখতে পায় তার জন্য Monitor-এর Scaling level বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা দিন।

Online সেশন পরিচালনায় কিছু Application Software যেমন Zoom বা Google Classroom, এমনকি Facebook-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই Application-গুলো বেশ সহজ বা Intuitive যা আপনি হয়তো ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার করতে পারা এবং ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারা প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের জন্য পূর্বাবশ্যক। তাই Application-গুলো ব্যবহারে পারদর্শী হতে চেষ্টা করুন: এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ হলে তাতে অংশগ্রহণ করুন, You Tube-এ বাংলা কিংবা ইংরেজিতে সহায়ক vodeo দেখুন, বা পরিচিত কারও কাছ থেকে শিখে নিন।

প্রথম এবং প্রধান কথা হলো শিখন-শিক্ষণ একটি সামাজিক ঘটনা। তাই এটা মাথায় রাখুন Online-এ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের সাথে এবং আপনার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের সকল ধাপে অংশগ্রহণ করে। এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আলোচনার আয়োজন বা অবস্থা সৃষ্টি করা। এই আলোচনা যখন প্রাঞ্জল হয়, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তখন Online-এ সেশন সম্পাদনের যে সকল ত্রুটি আছে তা অনেকাংশে লাঘব হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো আপনার Online সেশনটি যাতে শিক্ষার্থীর জন্য আগ্রহোদ্দীপক এবং উষ্ণ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এই শিক্ষক সহায়িকা বইয়ের বর্ণিত সকল সেশনগুলো এমনভাবে design করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা খুব কৌতূহলোদ্দীপকভাবে ধরা দেয়। তাই এই সেশনগুলো Online-এ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি মনে রাখুন। সরাসরি সেশনের বিভিন্ন অংশগুলো Online-এ কেমন হতে পারে তার কিছু ধারণা নিচে দেওয়া হলো।

সরাসরি সেশন	অনলাইন সেশন
আপনি বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য সরাসরি জানান	আপনি PowerPoint Presentation দেখান, সাথে বক্তৃতা বা ধারাভাষ্য দিন
আপনি শিক্ষার্থীদের Field trip-এ নিয়ে যান	শিক্ষার্থীদের যে জায়গায় নিয়ে যেতেন তার ভিডিও/ছবি দেখান
আপনি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন	আপনি Online-এ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন
শিক্ষার্থী কোনো কিছু উপস্থাপন করে	শিক্ষার্থী PowerPoint-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে (যেমন Zoom-এ share screen ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ আলোচনা করে (যেমন Zoom-এ breakout ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করে	শিক্ষার্থীরা Online application -এ দলগত কাজ করে (যেমন Zoom-এ breakout room ব্যবহার করে এবং পাশাপাশি ইমেইল ও অন্যান্য application ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা বোর্ডে কিছু লিখে বা আঁকে	শিক্ষার্থীরা Online application-এ লিখে বা আঁকে (যেমন Zoom-এ Whiteboard ব্যবহার করে)
শিক্ষার্থীরা কোনো লিখিত কিছু জমা দেয়	শিক্ষার্থীরা Word file বা PDF শিক্ষককে online-এ পাঠায় (যেমন ইমেইলে)

সরাসরি সেশন	অনলাইন সেশন
শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু অভিনয় করে একক বা দলীয়ভাবে	শিক্ষার্থী তার অংশ online-এ করে দেখায় বা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগুলো record করে শেষে জোড়া দেওয়া হয়
শিক্ষার্থী তার ভাবনা লেখে	শিক্ষার্থী তার ভাবনা online-এ লেখে (যেমন Google Docs বা Google Form বা Zoom-এ Chat ব্যবহার করে)

আপনার সেশনটি কীভাবে শুরু করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা আকর্ষণীয় হবে কি না তা সেশন শুরুর পূর্বে বিশেষভাবে ভেবে রাখুন। একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং খোশগল্প করার জন্য। সেশন চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নাম ধরে সম্বোধন করুন এবং চেষ্টা করুন class size যেমনই হোক না কেনো সবাই যাতে সেশনে সম্পৃক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া শুনুন এবং অন্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন করুন। দলগত কাজ দিতে পারেন (যেমন Zoom-এর breakout room ব্যবহার করে)।

Online-এ সেশন পরিচালনায় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন। ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা বা গতি নিয়ে সমস্যা না থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্যামেরা চালু রাখতে বলুন। ক্যামেরা চালু রাখাটা সেশনের সকল কার্যাবলীর জন্য যেমন সহায়ক, তেমনি শিক্ষার্থীরা Online সেশনে অংশগ্রহণ করছে না যোগ দিয়ে চলে গিয়েছে তা বুঝতেও সাহায্য করে। Online-এ কোনো শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো শিক্ষার্থীকে উত্যক্ত না করে সে দিকে বিশেষ নজর দিন। এরকম কোনো কিছু ঘটলে সাথে সাথে থামান, এবং ব্যবস্থা নিন। উত্যক্তকারী শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলুন এবং উত্যক্তের শিকার শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করুন। Online bullying বা cyberbullying একটি ঘৃণ্য সমস্যা যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করুন।

সর্বোপরি Online সেশনকে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার অনুরোধ রইলো। এই ব্যবস্থায় video এবং অন্যান্য অনেক interactive উপকরণ ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের বদলে একটা ভিন্ন পরিবেশে মানে তার নিজের ঘরের পরিবেশে মজার অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করার দারুণ চমৎকার কাজটি কিন্তু আপনিই করছেন!

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস

যোগ্যতা ১

৬.১: হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা

বিশেষ নির্দেশনা

তিনটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষক এই যোগ্যতাটি প্রদান করবেন মোট ২৩টি ক্লাসে। প্রতিটি ক্লাসের সময় ৫০ মিনিট।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে-

- স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস
- ঈশ্বরের স্বরূপ-নিরাকার ও সাকার (দেব-দেবী ও অবতার)
- আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল

শিখন অভিজ্ঞতা- ০১

বিষয় : স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস

উদ্দেশ্য : প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে জেনে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। ০৮ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারে

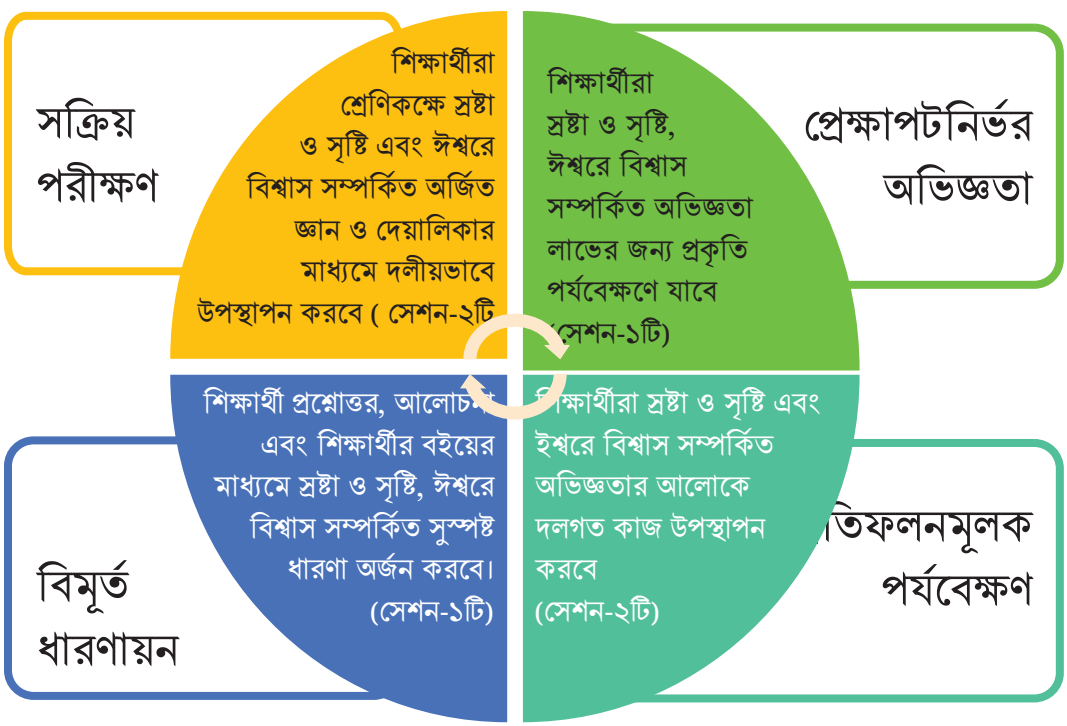

ধাপ
১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন-১টি

সেশন-১

পদ্ধতি: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন

সংক্ষেপে ৩-৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম অভিজ্ঞতার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। প্রার্থীকে নিম্নোক্ত লেখা হুবহু পড়ে শোনানোর প্রয়োজন নেই)

অপূর্ব সুন্দর এই পৃথিবী। এখানে রয়েছে মানুষ, জীবজন্তু, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মরু-প্রান্তর ইত্যাদি। এই পৃথিবী বা বিশ্বের রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। এসব সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন। যিনি সর্বশক্তির উৎস, যাঁর উপরে কেউ নেই। তিনি পরম পিতা, তিনি পরম স্রষ্টা, পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান। পরমাত্মা নামেও তিনি পরিচিত। তিনি ঈশ্বর নামেও অভিহিত। তাঁকে দেখা না গেলেও, তিনি সর্বত্র বিরাজিত। তিনি নিরাকার, এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁকে অনুভব করি। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। সৃষ্ট জীব-জগতের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুভব করা যায়। সাধকেরা সাধনার মাধ্যমে এবং ভক্তেরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করে থাকেন।

- স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ে যান

- সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন- আকাশ, গাছপালা, সূর্য, বিভিন্ন অবকাঠামো প্রভৃতি দেখার জন্য সুযোগ করে দিন এবং পূর্বজ্ঞান ও পরিবার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের অবতারণা করে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে সহায়তা করুন

নমুনা প্রশ্ন

ক. তোমরা আশেপাশে কী কী দেখতে পাচ্ছ?
খ. কোনগুলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট?
গ. কোনগুলো মানুষের তৈরি?

- প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষার্থীদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন
- প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসুন
- বাড়িতে গিয়েও অভিভাবক এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি এবং কোনগুলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট, কোনগুলো মানুষের তৈরি ইত্যাদি আরও ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ/খোঁজার ব্যাপারে নির্দেশনা দিন
- শিক্ষার্থীদের জানান, যে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানবে তার উপর ভিত্তি করে একটি দেয়ালপত্রিকা তৈরি করতে হবে
- বোর্ডে দেয়াল পত্রিকার বিভিন্ন অংশ ও এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি একটি ছক এঁকে বুঝিয়ে দিন

দেয়াল পত্রিকা	
আর্ট পেপার	ভালো মানের রচনা/লেখা
পোস্টার পেপার	গদ্য/পদ্য/ছড়া
বোর্ড/কর্ক শিট	সুন্দর হস্তাক্ষর
স্ট্যান্ড	ছবি
রং-পেন্সিল	দৃষ্টিনন্দন নকশা
বিভিন্ন রঙের কলম	

- ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

ধাপ ২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ২–৩

পদ্ধতি: দলগত আলোচনা ও প্রদর্শন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- প্রকৃতি থেকে পর্যবেক্ষণকৃত প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ও মানুষের তৈরি জিনিসগুলোর নিচের ছকটির আলোকে পাঠ্যবইয়ে একটি তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন

নমুনা ছক	
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	**মানুষের তৈরি**
ক.	ক.
খ.	খ.
গ.	গ.
ঘ.	ঘ.
ঙ.	ঙ.

- এই নমুনা ছকটি পুরণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে বলুন
- ছক পূরণ শেষে শিক্ষার্থীকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে ধারণা দিন (/পাঠ্যবইয়ে এ সম্পর্কিত লেখাগুলো পড়তে বলুন)
- তারপর পূর্বের সেশনের অভিজ্ঞতার আলোকে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন
- পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় এ সম্পর্কে লিখতে বলুন
- এবার ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে বিভিন্ন দল গঠন করুন। দল গঠনের ক্ষেত্রে জেন্ডার এবং

ইনক্লুশনকে বিবেচনা করুন

- প্রত্যেক দলকে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত তাদের অভিজ্ঞতাগুলো, যেমন- স্রষ্টা কে? স্রষ্টাকে আমরা কীভাবে স্মরণ করি, স্রষ্টার সৃষ্টি কী কী, স্রষ্টার ও সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পোস্টার তৈরি করতে দিন
- প্রতিটি দলের দলীয় কার্যাবলি ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করুন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সহায়তা করুন
- দলগুলোকে তাদের পোস্টার উপস্থাপন করতে বলুন
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে নকুলের গল্পটি পড়তে বলুন
- শিক্ষার্থীর নিজের জীবনের এরকম একটি বা দুটি ঘটনার কথা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখে উপস্থাপন করতে বলুন
- ধন্যবাদ দিয়ে সেশনদু'টি শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ১ টি

সেশন ৪

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- পূর্বের ক্লাসের উপস্থাপনার সাথে মিলিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণাটির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপন করুন

নমুনা প্রশ্ন

ক) আকাশ-বাতাস, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?

খ) স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে মানুষের তৈরি বিষয়গুলোর কেন পার্থক্য বিরাজমান?

গ) স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক কী?

- পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে সৃষ্টি, স্রষ্টা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরুন

- এ সম্পর্কিত আরও ধারণা নেওয়ার জন্য বইয়ের স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কিত অংশের সহায়তা নিতে বলুন

- আলোচনার ধারাবাহিকতায় ঈশ্বর সর্বত্র, সকল জীবে বিরাজমান সে সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন

- আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্রষ্টার সৃষ্ট প্রতিটি জীবকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করুন। আরো বলুন যে জীবকে ভালোবাসার মানে হলো স্রষ্টাকে ভালোবাসা

- আলোচনাগুলো শিক্ষার্থীর বইয়ের ছবি ও বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন

    - সকল জীবে ঈশ্বরের অবস্থান

- এ সম্পর্কিত আরও ধারণা নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর বইয়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি পড়তে বলুন

- ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ৫

পদ্ধতি: দেয়াল পত্রিকা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন

- এবার শিক্ষার্থীদের ঈশ্বর সর্বত্র, সকল জীবে বিরাজমান, এই বিষয়ক তাদের লব্ধ ধারণা দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। সেজন্য শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কাজটি সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা দিন

- শিক্ষার্থীদের দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার, রং পেন্সিল, বিভিন্ন রঙের কলম, প্রভৃতি সরবরাহ করুন। (প্রয়োজনে

সহজলভ্য বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করুন।)

- শিক্ষার্থীদের দেয়াল পত্রিকায় উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানের বিষয়ে উৎসাহিত করুন। চিহ্নিত করুন দেয়াল পত্রিকার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য কী কী ঘাটতি আছে। এরপর সেগুলো পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিন
- দেয়াল পত্রিকায় উপস্থাপনের বিষয়বস্তুসমূহ বিষয়-সংশ্লিষ্ট হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন
- দেয়াল পত্রিকায় যে বিষয়সমূহ যাবে তার লিখিত রূপ দেখে নিশ্চিত করুন যে পরবর্তী ক্লাসে প্রদর্শনীর জন্য তা উপযুক্ত
- পরবর্তী ক্লাসে দেয়াল পত্রিকার প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

সেশন ৬

পদ্ধতিঃ দেয়াল পত্রিকা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- দেয়াল পত্রিকার প্রদর্শনীর জন্য শিক্ষক একটি স্থান নির্ধারন করবেন, যা অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য সহজগম্য হবে
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানাবেন
- শিক্ষার্থীদের তাদের প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকাটির প্রদর্শনী আরম্ভ করতে বলুন
- প্রদর্শনী চলাকালে শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের দর্শকশ্রোতার সাথে মতবিনিময় করছে তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করুন। অর্পিত কাজসংক্রান্ত রুব্রিক্সটি মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করবেন
- সুন্দর কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন এবং ধন্যবাদ জানাবেন

সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে একনজরে পুনরায় তাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট করুন

শিখন অভিজ্ঞতা ২

বিষয়ঃ ঈশ্বরের স্বরূপ- নিরাকার ও সাকার (দেব-দেবী ও অবতার)

উদ্দেশ্যঃ ছবি আঁকার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ- নিরাকার ও সাকার (দেবদেবী ও অবতার) সম্পর্কে ধারণা অর্জন

এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতাচক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। মোট ৭ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

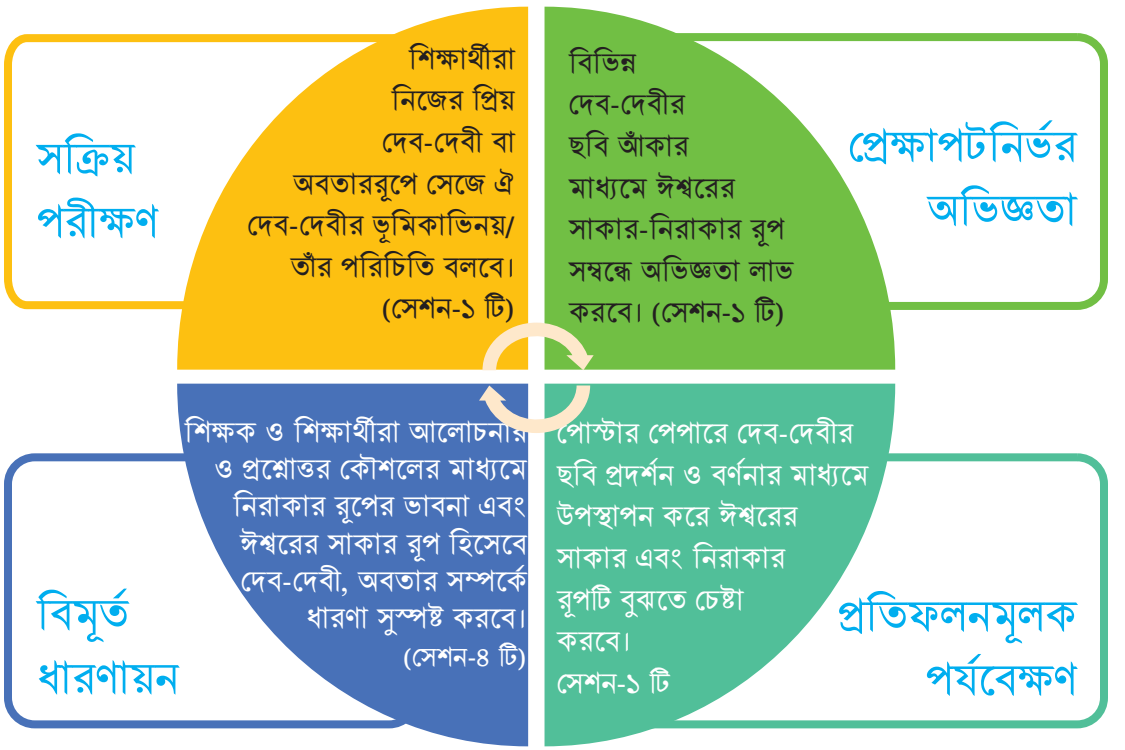

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন-১ টি

সেশন-১

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তর, অঙ্কন, প্রদর্শন (স্থির চিত্র/অডিও/ভিডিও)

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন

- শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন দেবদেবী স্থিরচিত্র/ভিডিও প্রদর্শন বা বর্ণনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাকাররূপ উপস্থাপন করুন

- সংক্ষেপে ঈশ্বরের নিরাকার ও সাকার রূপ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

ঈশ্বর নিরাকার তাই আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে অনুভব করি। এই নিরাকার ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বত্র বিরাজিত। বিশ্বের সবকিছু তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান রূপে পরিচিত। ঈশ্বরকে বলা হয় 'স্বয়ম্ভূ'। কারণ তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। তিনি সকল কর্মের ফলদাতা। যে যেমন কাজ করে তিনি তাকে সেই কাজ অনুসারে ফল প্রদান করেন। ঈশ্বরের রূপের অন্ত নাই। অনন্তরূপ তাঁর। তিনি সর্বব্যাপী।

কোনো বিশেষ শক্তির প্রকাশ ঘটাতে সাকার রূপে ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের কোনো বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূপ হলো দেবতা বা দেব-দেবী। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

ঈশ্বর কখনো কখনো জীবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। তাঁর এই আসা বা অবতীর্ণ হওয়াকে বলে অবতার। তিনি অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য। পৃথিবীতে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাকার রূপ ধারণ করেন। সাকার রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি নানা কর্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন।

তবে নিরাকার এবং সাকার রূপ মূলত সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট ছকে তার দেখা তিনজন দেবদেবীর নাম এবং কী কারণে তাঁদের পূজা করা হয় তা লিখতে

- এবারে তার করা তালিকা থেকে একজন দেব/ দেবীর ছবি পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় আঁকতে বলুন

- শিক্ষার্থীরা ছবি/অবয়ব আঁকতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। খুব সুন্দর বা নিঁখুত ছবি আঁকার প্রয়োজন নেই। ছবির মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে পারছে কি-না তা লক্ষ করুন। প্রয়োজনে পরামর্শ দিন

- শিক্ষার্থীরা যে দেবদেবীর ছবি এঁকেছে,বাড়িতে বা মন্দিরে গিয়ে সেই দেবদেবীর মূর্তি দেখে পরবর্তী ক্লাসের জন্য আরও বিস্তারিত তথ্য (কী কারণে তার পূজা করা হয়) সংগ্রহ করে আনতে বলুন

- ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন-২

পদ্ধতিঃ জোড়া/দলগত আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন

- শিক্ষার্থীদের তাদের অঙ্কিত ছবির ধারণা/অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে দলে/ জোড়ায় অন্যের সাথে আলোচনা করতে বলুন

- একই ধরনের দেবদেবীর ছবি এঁকেছে বা কিছু লিখেছে এমন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করুন এবং ধারণা আরো সমৃদ্ধ করার জন্য দলে আলোচনা করতে বলুন

- দলে আলোচনার পর দেবদেবী সম্পর্কে পোস্টারে দর্শনযোগ্য হরফে লিখতে বলুন

- শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়াকে তাদের পোস্টার উপস্থাপন করতে বলুন

- উপস্থাপন শেষে এক দল আরেক দলকে ফিডব্যাক দিতে বলুন

- শিক্ষার্থীরা দেবদেবী সম্পর্কে ধারণা সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে কি না সেটার নোট রাখুন

- শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন

- দলীয় উপস্থাপনের সময় উপস্থাপন যাচাই তালিকাটি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন

- ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৪ টি

সেশন ৩

পদ্ধতিঃ আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- দেবদেবী সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে এবার পাঠ্যবই এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে দেবদেবীর ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরুন

সহায়ক তথ্য

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। একমেব অদ্বিতীয়ম্। অনন্ত তাঁর গুণ ও শক্তি। তাঁর এই গুণ বা শক্তি দেখা যায় না। তবে অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। যেমন– আলো, বাতাস, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি দেখা যায় না শুধু অস্তিত্ব বা উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তেমনি ঈশ্বরকেও দেখা যায় না, অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তিনি নিরাকার, সর্বশক্তিমান। নিরাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির সাকার রূপই হচ্ছেন দেবদেবী। অর্থাৎ দেবদেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তিরই মূর্ত প্রকাশ মাত্র। আমরা ঈশ্বরের সাকাররূপী বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি। যেমন- ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণুরূপে ঈশ্বর জীবজগতকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, শিবরূপে তিনি ধ্বংস করে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেন। বিদ্যাশক্তির সাকার রূপ সরস্বতী দেবী, ধনসম্পদের শক্তির রূপ লক্ষ্মীদেবী, সকল শক্তির সম্মিলিত রূপ দুর্গাদেবী। এই দেব-দেবীদের পূজা করার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত সেই এক ঈশ্বরেরই পূজা করে থাকি।

- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে আলোচ্য বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করুন। যেমন:
  - তোমরা যে দেব-দেবীর ছবি এঁকেছো তার নাম বলো তো ?
  - দেব-দেবী ঈশ্বরের কোন্ রূপ?
- শিক্ষার্থীদের বলুন, আজকে তাহলে চলো আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব — এই তিনজনকে নিয়ে আলোচনা করি।
- আলোচ্য দেবগণ হলেন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

সহায়ক তথ্য

ব্রহ্মা: ঈশ্বর যে রূপে সকলকিছু সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দুই হাতে ঘৃতপাত্র ও কমণ্ডলু। ডান দিকের দুই হাতে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। ব্রহ্মার গায়ের রং লালচে ও উজ্জ্বল। লালপদ্ম তাঁর আসন। হংস তাঁর বাহন। ব্রহ্মা লাল ফুল পছন্দ করেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়।

বিষ্ণু: এ জগতে যা কিছু আছে বিষ্ণুরূপে তিনি সব প্রতিপালন ও রক্ষা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার নিমিত্তে তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুর চার হাত। উপরের ডান হাতে চক্র, বাম হাতে শঙ্খ। নিচের ডান হাতে পদ্ম আর বাম হাতে গদা থাকে। চন্দ্রালোকের মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। তাঁর বাহন গরুড় পাখি। বিষ্ণুর আরেক নাম নারায়ণ।

শিব: ঈশ্বর শিবরূপে সৃষ্টি ধ্বংস করে জগতের ভারসাম্য রক্ষা করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য শিব সকল অশুভকে ধ্বংস করেন। শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ, তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা, জটার উপরে থাকে বাঁকা চাঁদ। হাতে ডমরু ও শিঙ্গা থাকে। সাথে সব সময় ত্রিশূল থাকে। শিব বাঘের চামড়া পরিধান করেন। বৃষ তাঁর বাহন। তাঁর অনেক নাম- মহেশ্বর, মহাদেব, রুদ্র, আশুতোষ, ভোলানাথ, পশুপতি, নটরাজ ইত্যাদি।

- তাদের আঁকা ছবিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করে উক্ত দেবগণের পরিচিতি আলোচনা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিরাকার ও সাকার রূপটি তুলে ধরুন
- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন:
    - আচ্ছা, আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব কোন্‌টি?
    - বিদ্যার জন্য আমরা কোন্ দেবীর পূজা করি?
- পূর্ববর্তী ক্লাসের ধারাবাহিকতায় দেব-দেবী সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে এবার শিক্ষার্থীর বই এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে দেবীর ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরুন
- আলোচ্য দেবীগণ হলেন- দুর্গাদেবী, লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতী দেবী

সহায়ক তথ্য

দুর্গাদেবী: দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গতিনাশিনীও বলা হয়। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর নাম দশভুজা। আরও অনেক নামে তিনি পরিচিত, যেমন - মহামায়া, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী, কালী, জদদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী, ভগবতী ইত্যাদি। অতসী ফুলের মতো তাঁর গায়ের রং।

লক্ষ্মী দেবী: লক্ষ্মী ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মী দেবীর গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। তাঁর বাহন পেঁচা। দেবী লক্ষ্মী শ্রী হিসেবে অভিহিত। কেননা তিনি সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। তিনি পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

সরস্বতী দেবী: সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। তাঁর গায়ের বর্ণ শুভ্র। শ্বেত হংস তাঁর বাহন। তাঁর একহাতে থাকে বীণা। আর একহাতে থাকে পুস্তক। বীণা হাতে থাকায় তাঁর এক নাম বীণাপাণি। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি বাগ্‌দেবী, সারদা, শতরূপা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা হয়। এই তিথিকে বলা হয় শুক্লা পঞ্চমী। আমরা বাড়িতে সরস্বতী পূজা করি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়।

- উক্ত দেবীগণের পরিচিতি আলোচনা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিরাকার ও সাকার রূপটি তুলে ধরুন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

সেশন ৪

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- পূর্ব ক্লাসের আলোচনার ভিত্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ (নিরাকার ও সাকার রূপ) সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের ধারণাগুলো আরও স্পষ্ট করুন

নমুনা প্রশ্ন

ক) ঈশ্বরের নিরাকার রূপ বলতে কী বোঝায়?

খ) সাকার রূপে ঈশ্বরকে আমরা কীভাবে দেখতে পাই?

গ) ঈশ্বরের সাকার রূপের কয়েকটি নাম বলো।

- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাপেক্ষে এবং শিক্ষার্থীর বইয়ের সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ (নিরাকার ও সাকার) সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট করুন
- পরবর্তী ক্লাসের প্রস্তুতি হিসেবে অবতার সম্পর্কে পরিবার, অভিভাবক কিংবা ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে আসতে বলুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসের সমাপ্তি টানুন।

সেশন ৫

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও সমস্বরে পঠন (কোরাস রিডিং)

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- নিচের সহায়ক তথ্য ব্যবহার করে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করুন

সহায়ক তথ্য

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। ঈশ্বর কখনো কখনো বিশেষ রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন। আমাদের মানুষের মতোই তিনি দেহ ধারণ করেন। তবে এই দেহ ধারণের একটা উদ্দেশ্য থাকে। তিনি দেহ ধারণ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪/৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪/৮

শব্দার্থঃ যদা যদা হি- যখন যখনই; ধর্মস্য গানিঃ- ধর্মের অবনতি; ভবতি- হয়; ভারত- হে ভারত (অর্জুন); অভ্যুত্থানম্- বৃদ্ধি; অধর্মস্য- অধর্মের; তদা- তখন; আত্মানং- নিজেকে; সৃজামি- সৃষ্টি করি; অহম্- আমি। পরিত্রাণায়- রক্ষার জন্য; সাধূনাং- সৎ ব্যক্তিদের; বিনাশায়- বিনাশের জন্য; চ- এবং ; দুষ্কৃতাম্- অসৎ বা দুষ্টদের; ধর্মসংস্থাপনার্থায়- ধর্ম সংস্থাপনের জন্য; সম্ভবামি- অবতীর্ণ হই; যুগে যুগে- যুগে যুগে।

সরলার্থঃ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনরে জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে অবতার বলা হয়। তিনি নানারূপে অবতীর্ণ হন। এই অবতারগণ মানুষের এবং জগতের মঙ্গল করেন।

- শিক্ষার্থীদের শ্লোকটি আবৃত্তি করতে বলুন।
- এবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করে শিক্ষার্থীদের অবতার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন
- অবতার সম্পর্কিত এ শ্লোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে শিক্ষার্থীদেরকে সমস্বরে পড়তে বলুন
- পৃথকভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শ্লোকটি শুদ্ধভাবে পাঠ করতে বলুন
- এবার অবতার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করুন

নমুনা প্রশ্ন

ক) অবতার কাকে বলে?

খ) কোনো একজন অবতারের নাম বলো?

গ) ঈশ্বর কেন পৃথিবীতে অবতার রূপে আবির্ভূত হন?

এবারে বলুন, বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিশেষ দশটি অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, পরবর্তী ক্লাসে অবতারদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হবে
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসের সমাপ্তি টানুন

সেশন ৬

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- অবতার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন করুন।

নমুনা প্রশ্ন

ক) তোমরা কয়েকজন অবতারের নাম বলতে পারবে?

খ) অবতাররূপে পৃথিবীতে কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলোতো?

- সহায়ক তথ্যের মাধ্যমে দশ অবতারের প্রথম চার অবতারের (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ) সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ধারণা প্রদান করুন

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

মৎস্য অবতার

ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার হলো মৎস্য অবতার। এই অবতারের শরীরের উপরের অংশ দেখতে মানুষের মতো। নিচের অংশ মাছের মতো। অনেক বছর আগে সত্যব্রত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে অনেক দুর্যোগ দেখা দেয়। ধর্মের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। অধর্মের মাত্রা বেড়ে যায়। রাজা তখন ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন। একদিন স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট এসে একটি ছোট পুঁটি মাছ প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা কমণ্ডলুতে করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড। মাছটির আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে। মাছটিকে পুকুর, নদী কোথাও রাখা যাচ্ছিল না। মাছটি আকারে বাড়তেই থাকে। তখন রাজা ভাবলেন, এটা আসলে মাছ নয়। নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের কোনো রূপ। রাজা তখন মৎস্যরূপী নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে মৎস্যরূপী নারায়ণ বললেন, সাত দিনের মধ্যে এ জগতের প্রলয় হবে। সে সময় তোমার ঘাটে একটি স্বর্ণতরী ভিড়বে। তুমি বেদ, সব রকমের জীবদম্পতি, খাদ্য-শস্য ও বৃক্ষবীজ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে সেই নৌকায় উঠবে। আমি তখন শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হবো। তুমি তোমার নৌকাটি আমার শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

মহাপ্রলয় শুরু হলো। মৎস্যরূপী নারায়ণের নির্দেশ অনুসারে রাজা কাজ করলেন। ধ্বংসের হাত থেকে রাজা, তার সঙ্গী-সাথি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা পেল। বেদও সংরক্ষিত হলো। এভাবে মৎস্যরূপী ভগবান বিষ্ণু সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন। রক্ষা পেল ধর্মগ্রন্থ বেদ।

বরাহ অবতার

বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার হচ্ছেন বরাহ রূপ। একবার মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী জলে ডুবে যেতে থাকে। তখন বিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর বিশাল দাঁত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জলের উপর তুলে রাখেন। পৃথিবী রক্ষা পায়। এছাড়া বরাহরূপী বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নৃসিংহ অবতার

নৃসিংহ বা নরসিংহ রূপ হচ্ছেন বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। নৃ বা নর অর্থ মানুষ। নৃসিংহ হচ্ছে মানুষ ও সিংহের মিলিত রূপ। মাথা সিংহের মতো আর শরীর মানুষের মতো। আবার নখগুলো সিংহের মতো। নিজের ভাই হিরণ্যাক্ষকে বরাহরূপী বিষ্ণু হত্যা করেন। এতে হিরণ্যকশিপু প্রচণ্ড রেগে বিষ্ণুবিরোধী হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। হিরণ্যকশিপু নানা কৌশলে প্রহ্লাদকে হত্যা করার চেষ্ট করেন। প্রতিবারেই বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পায়।

একদিন প্রচণ্ড রেগে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন – বল্ তোর বিষ্ণু কোথায় থাকে?

প্রহ্লাদ উত্তর দিল – ভগবান বিষ্ণু সব জায়গায়ই থাকেন।

তখন হিরণ্যকশিপু তার প্রাসাদের এক স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে জানতে চাইলেন - এর মধ্যেও কি তোর বিষ্ণু আছে?

প্রহ্লাদ বিনীতভাবে বললেন - হ্যাঁ বাবা, শ্রীবিষ্ণু এখানেও আছেন।

হিরণ্যকশিপু রেগে পায়ের আঘাতে সে স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেললেন। তখনই স্তম্ভের ভিতর থেকে ভগবান বিষ্ণু ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। তিনি নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করলেন। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে পৃথিবী রক্ষা পেল।

কূর্ম অবতার

ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার হলো কূর্ম অবতার। একবার অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র পরাজিত দেবতাদের নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যান এবং তাঁর কাছে দেবতাদের দুরাবস্থার কথা বলেন। বিষ্ণু দেবতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত উঠে আসবে। সেই অমৃত পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাগণ ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন। মন্দর পর্বত হলো মন্থন দণ্ড। আর বাসুকি নাগ হলো মন্থনের রজ্জু। মন্দর পর্বত সমুদ্রের তলদেশে বসে যেতে লাগল। বিষ্ণু তখন বিরাট এক কূর্ম বা কচ্ছপরূপে মন্দর পর্বতকে ধারণ করলেন। মন্থন চলতে থাকল। সমুদ্র থেকে অমৃত উঠল। দেবতাগণ সেই অমৃত পান করে অসুরদেরকে পরাজিত করলেন। দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। এভাবেই কূর্মরূপী বিষ্ণু অসুরদের অত্যাচার থেকে ত্রিজগৎ রক্ষা করেছিলেন।

- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন।

- শিক্ষার্থীদের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে বলুন। যেমনঃ শৃঙ্গধারী, মন্থন, অমৃত, রজ্জু ইত্যাদি

- নিরাকার ঈশ্বর অবতার রূপেও (সাকার রূপে) যে অনেক সময় আবির্ভূত হন শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট করুন

- পরবর্তী ক্লাসে দেব-দেবীর ভূমিকায় সাজার জন্য সম্ভাব্য উপকরণাদি সম্পর্কে ধারণা দিন এবং সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসতে বলুন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষককে শ্রেণিতে নিয়ে আসতে পারেন।

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসের সমাপ্তি টানুন।

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ৭

পদ্ধতিঃ Cosplay (ভূমকিায় সজে আসা)

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন

- শিক্ষার্থীদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দেব-দেবীর ভূমিকায় সেজে এসে সেই দেব-দেবী সম্পর্কে অভিনয়/ পরিচিতি বর্ণনা করবে।

- শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন

- শিক্ষার্থীদের অর্পিত কাজ রুব্রিক্স ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন

- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন

সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) এর মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষার্থীদের ধারণাকে শাণিত করুন

তৃতীয় পরিচ্ছদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৩

বিষয়ঃ আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল

উদ্দেশ্যঃ আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল সম্পর্কে জানা, উপলব্ধি করা ও বুঝতে পারা

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। মোট ৪ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

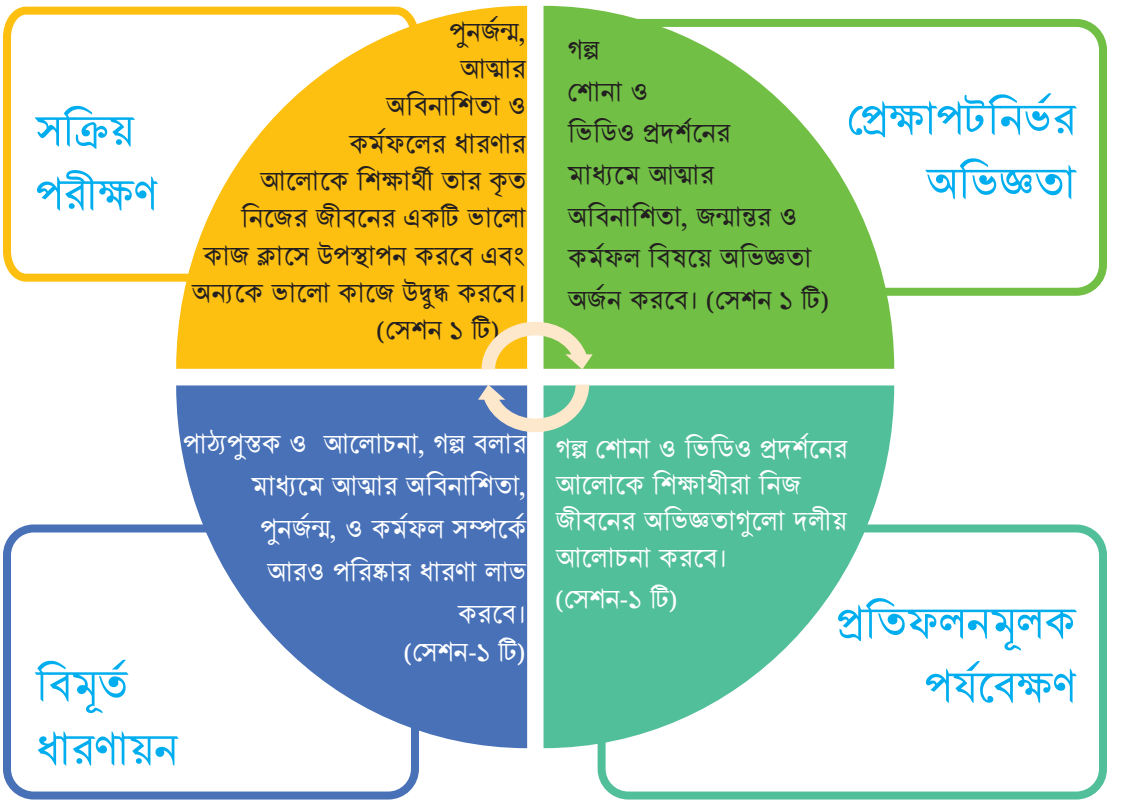

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

সেশন ১

পদ্ধতি: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, জোড়া/দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

প্রয়োজনীয় উপকরণ: জন্মান্তর সম্পর্কিত কোনো ছবি বা ভিডিও, হরিণশাবক ও ভরতমুনির ছবি, ফ্লিপ চার্ট, মার্কার

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল বিষয়ে ধারণা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে/শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানিয়ে অথবা শিক্ষক নিজে সহায়ক তথ্যের আলোকে পুনর্জন্ম বিষয়ক কাহিনি উপস্থাপন করুন
- আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল সম্পর্কিত ছবি (যেমন হরিণশাবক ও ভরতমুনির ছবি বা অন্য কোনো ছবি) দেওয়ালে টাঙিয়ে দিন
- সম্ভব হলে অডিও-ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল বিষয়ক ধর্মীয় কাহিনি উপস্থাপন করুন
- অডিও-ভিডিওর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে নিচের সহায়ক তথ্য ব্যবহার করুন

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

অনেক কাল আগে বিষ্ণুভক্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভরত। রাজা ভরত পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে তপস্যার জন্য বনে চলে যান। সাধনার ফলে রাজা ভরতকে বলা হয় সাধক ভরত বা মুনিভরত। একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে সদ্যোজাত মাতৃহারা একটি হরিণশাবক দেখতে পান। তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য আশ্রমে নিয়ে আসেন। হরিণশাবকের যত্নে, আদরে তাঁর সময় কাটে। এর ফলে মুনির তপস্যা আর রইল না। এমনকি মৃত্যুর সময়ও এই হরিণশিশুর কথা চিন্তা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শাস্ত্রে আছে- মানুষ যেরূপ চিন্তা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে তার সেই রূপেই পুনর্জন্ম হবে। তাই ভরতমুনিকেও হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হলো।

তবে হরিণ হয়ে জন্মলাভ করলেও তিনি ছিলেন জাতিস্মর। পুর্ব জন্মের কথা তাঁর স্মরণে ছিল। তাই হরিণজীবনেও তপস্বীদের আশ্রমের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতেন আর ধর্মকথা শুনতেন। এভাবে তপস্যার কথা শুনতে শুনতে তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় মানবজন্ম লাভ করেন। মানুষ রূপে জন্মলাভ করে তিনি সবসময় ঈশ্বরচিন্তা করতেন। কারও সাথে বেশি কথা বলতেন না। জড়ের মতো থাকতেন। এজন্য তাঁকে জড়ভরত বলা হতো।

- শিক্ষার্থীরা আলোচনা/অডিও-ভিডিও প্রদর্শনে মনোযোগ দিচ্ছে কি না লক্ষ্য করুন
- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করুন
- শিক্ষার্থীদের জড়ভরতের কাহিনিটি জোড়ায় আলোচনা করতে দিন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ২

পদ্ধতি: কর্মপত্র

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- এবার জড়ভরতের কাহিনী থেকে আত্মা, জন্মান্তর ও কর্মফল বিষয়ে কর্মপত্রের আলোকে এককভাবে কর্মপত্রটি পূরণ করতে বলুন

কর্মপত্র

(এটি মূল্যায়ন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; পাশাপাশি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মান ভালোভাবে বুঝবার জন্য একটি কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।)

ক) বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ যোগ করে পূর্ণবাক্য তৈরি করতে বলুন

১. আত্মা	একটি হরিণ
২. কর্মানুসারে হয়	জাতিস্মর
৩. রাজা ভরত ছিলেন	জন্মান্তরের
৪. জন্মান্তরে ভরত হয়েছিলেন	অবিনশ্বর
৫. কর্মবাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক	ভালো জন্ম

খ) শিক্ষার্থীদের পাঁচটি ভালো কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন

গ) নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখতে বলুন

১) জন্মান্তর

২) জাতিস্মর

৩) অবিনাশিতা

৪) আত্মা

- কর্মপত্রটি পূরণ করা শেষ হলে তাদেরকে জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
- দলগতভাবে জন্মান্তর বিষয়ক আলোচনার সারসংক্ষেপ পোস্টার লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে বলুন
- প্রতিটি দলকে ঘুরে ঘুরে পর্যায়ক্রমে অন্য দলের কাজ দেখতে বলুন। এক্ষেত্রে নতুন কোনো তথ্য পেলে তাদের দলে সেটি সংযোজন করতে বলুন
- সকল শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা অংশগ্রহণ রুব্রিক্স ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করুন

- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন।

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ১ টি

সেশন ৩

পদ্ধতিঃ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর, কর্মফল এই শব্দগুলোর মানে বুঝেছে কি না এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন।
    - আত্মা কী ?
    - জন্মান্তর কী ?
- এসব প্রশ্নের আলোকে শিক্ষক নির্দেশিকার সহায়তায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত নিচের শ্লোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করে শিক্ষার্থীদের জন্মান্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

জন্মান্তর ও কর্মফল

আমাদের আত্মার কোনো জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। শুধু দেহ থেকে দেহান্তর হয়। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-

ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২

শব্দার্থ: বাসাংসি- বস্ত্র, কাপড়; জীর্ণানি- জীর্ণ, ছেঁড়া; যথা- যেমন; বিহায়- পরিত্যাগ করে; নবানি- নতুন; গৃহ্লাতি- গ্রহণ করে; নরঃ- মানুষ; অপরাণি- অন্য; তথা- সেরূপ, তেমনি; শরীরাণি- শরীর সমূহ; জীর্ণানি- জীর্ণ বা পুরাতন; অন্যানি- অন্য; সংযাতি- গ্রহণ করে; দেহী- দেহ ধারী, আত্মা।

সরলার্থ: মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।

- জন্মান্তর সম্পর্কিত এ শ্লোকটি শুদ্ধ উচ্চারণে শিক্ষার্থীদেরকে সমস্বরে পড়তে বলুন
- এ পর্যায়ে পৃথকভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে শ্লোকটি শুদ্ধভাবে পাঠ করতে বলুন
- শ্লোকটি শুদ্ধভাবে পাঠ করার পরে তার প্রেক্ষিতে আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বইয়ের সহায়তায় আরও সুস্পষ্ট ধারণা দিন
- প্রশ্নোত্তর-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণার কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করবেন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ৪

পদ্ধতি: অভিজ্ঞতা বিনিময়

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন
- তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিংবা দেখা যেকোনো একটি ভালো কাজ এককভাবে উপস্থাপন করতে বলুন
- অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করুন
- শিক্ষার্থীরা ভালো কাজ করছে কিনা পরিবার/অভিভাবক/সহপাঠীদের কাছ থেকে তার তথ্য নিন
- আচরণ পর্যবেক্ষণ যাচাই-তালিকা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন মূল্যায়ন করুন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন

সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন (শিখন অর্জন) শেষে অগ্রগতি সন্তোষজনক পরিলক্ষিত না হলে প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার (Remedial Measures) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণাকে পুনরায় শাণিত করুন

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি

যোগ্যতা: হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা

বিশেষ নির্দেশনা: এই যোগ্যতাটি অর্জনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তিনটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। মোট ১৯ টি সেশনের মধ্য দিয়ে আপনি অভিজ্ঞতাগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে–

- নিত্যকর্ম
- শুচিতা
- উপাসনা
- প্রার্থনা
- পূজা
- পার্বণ
- মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র
- যোগাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

বিষয়: নিত্যকর্ম

উদ্দেশ্য: ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য রুটিন মেনে চলার অভ্যাস গঠন

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। মোট ৪ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

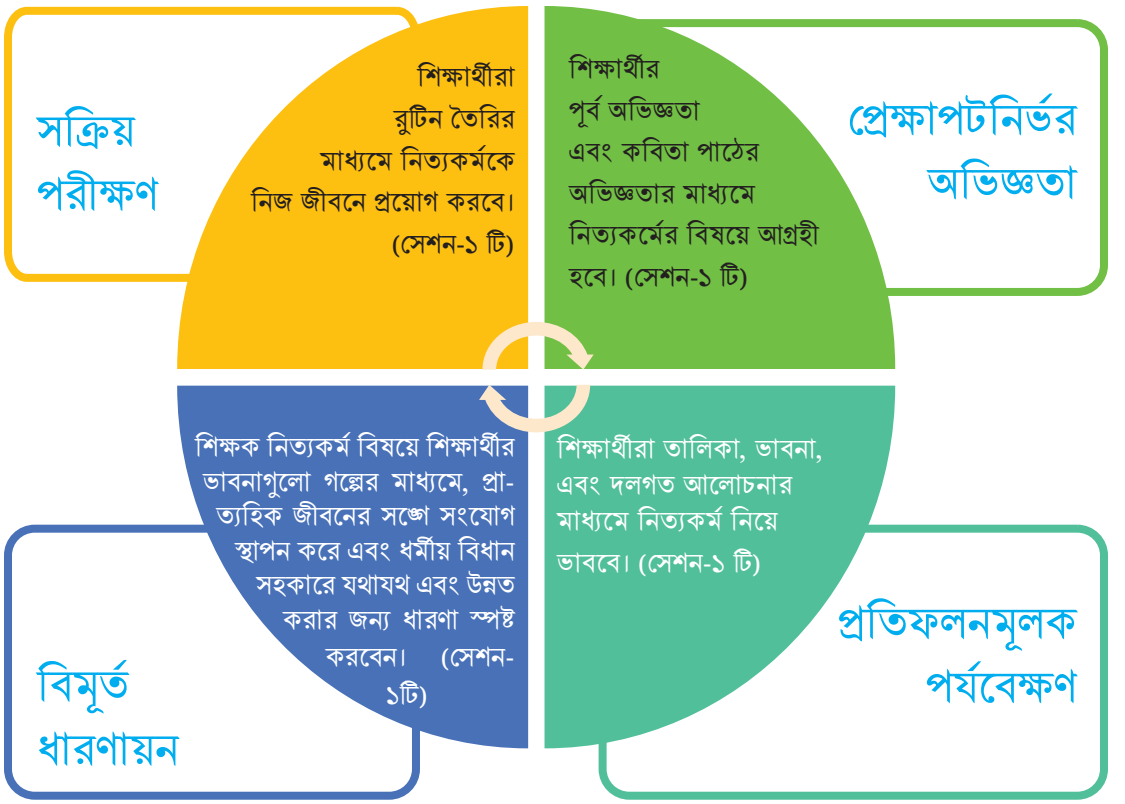

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

সেশন ১

পদ্ধতি: কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ছবি, তাঁর শিশুশিক্ষা বইটির ছবি

- শিক্ষার্থীদের মদনমোহন তর্কালঙ্কার- এর একটি ছবি দেখান। বলুন যে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যিনি লেখ্য বাংলা ভাষার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর শিশুশিক্ষা বইটির ছবিও দেখাতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত একটি চমৎকার কবিতা আপনি এখন

আবৃত্তি করবেন। বলুন যে অনেকে হয়তো এ কবিতাটি আগে শুনেছে।

● মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত "আমার পণ" কবিতাটির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করান। কবিতাটি নিচে দেওয়া হলো।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

● একবার আপনি নিজে আবৃত্তি করে পরেরবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করুন।

● শিক্ষার্থীদের বলুন যে এ কবিতার কথাগুলো সুন্দর এবং একটা দিনে কী কী করতে হয়, কীভাবে করতে হয় তার অনেকটা বর্ণনা এ কবিতায় আছে।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ২

পদ্ধতি: আলোচনা, তালিকাকরণ ও উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের কবিতার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে বলুন
- যদিও কবিতাটি বেশ সহজ ভাষায় লেখা, তারপরও কোনো কোনো লাইন ধরে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তার মানে তারা ঠিকভাবে বুঝেছে কি-না
- শিক্ষার্থীদের কবিতায় বলা কাজগুলোর একটি তালিকা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় করতে বলুন
- এরপর বলুন এ তালিকা ধরে তারা পরের দিন থেকে দেখবে যে, দিনের শুরু থেকে তারা কবিতার কথাগুলোর কতখানি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছে
- কবিতার কথাগুলোর সাপেক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যাপিত জীবনের একটি তুলনামূলক চিত্র দলগতভাবে আলোচনা করতে বলুন
- দলে/ জোড়ায় সবার সামনে নিজেদের ভাবনা উপস্থাপন করতে বলুন
- শিক্ষার্থীরা কবিতার কথার সাপেক্ষে কী কী নিজের জীবনে করেছে বা কী কী তাদের ভাবিয়েছে তা তাদের বক্তব্যে উঠে আসছে কি না সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন
- উপস্থাপন যাচাই তালিকা ব্যবহার করে উপস্থাপন মূল্যায়ন করুন
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের সমাপ্তি টানুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ১ টি

সেশন ৩

পদ্ধতি: প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের বলুন এই যে আমরা সারাদিন যে কাজগুলো করি সেগুলেই নিত্যকর্ম । চলো নিত্যকর্ম বিষয়ে আমরা আরো জানি

- সহায়ক তথ্য ব্যবহার করে আলোচনা, বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিত্যকর্ম ও এর গুরুত্ব জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

নিত্যকর্ম

নিত্যকর্ম মানে প্রতিদিনের কর্ম। প্রতিদিন আমরা অনেক কর্ম করি। ঘুম থেকে উঠে রাতে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে কর্ম। তবে এই কর্মগুলি নিয়ম মেনে করতে হয়। এগুলি নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম চর্চায় নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। ঈশ্বরের সান্নিধ্যও লাভ করা যায়।

'নিত্য' অর্থ প্রত্যহ বা প্রতিদিন । কর্ম মানে কাজ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় প্রতিদিনের কাজ।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বর ও গুরুর নাম স্মরণ করা। পিতামাতাকে প্রণাম করা। শুচি হয়ে পূজা ও উপাসনা করা। লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম করা ইত্যাদি নিত্যকর্মের অংশ।

শাস্ত্রে নিত্যকর্মসমূহকে ছয় ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা - প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য, রাত্রিকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য: সূর্য উঠার কিছু পূর্বে বা আগে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপর বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে বসতে হয়। এরপর ঈশ্বর বা দেব-দেবীদের স্মরণ করে মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়।

পূর্বাহ্নকৃত্য: প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কাজ করা হয় তাই পূর্বাহ্নকৃত্য। এই সময়ে পিতা-মাতাকে প্রণাম, প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করতে হয়। এ সময় পড়াশোনাও করতে হয়।

মধ্যাহ্নকৃত্য: পূর্বাহ্নের পরে অর্থাৎ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করা হলো মধ্যাহ্নকৃত্য।

অপরাহ্নকৃত্য: দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করা হয়, তাকেই অপরাহ্নকৃত্য বলা হয়। এ সময় বেড়াতে যাওয়া, খেলাধূলা বা ব্যায়াম অবশ্যই করা উচিত।

নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব

নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয়। কোনো কাজই একেবারে অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে না। কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহার গ্রহণে শরীর ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে সকল কাজে ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করা যায়। নিয়মিত পিতা-মাতাকে প্রণাম করলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সুগভীর হয়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত পড়ালেখায় ভালো ফলাফল করা যায়। জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং জীবনে সফলতা আসে। নিয়মিত পূজা ও উপাসনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সুগভীর হয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আমরা প্রত্যেকে চাই একটি সুন্দর জীবন। সুন্দর জীবনের জন্য প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা। নিত্যকর্ম আমাদের নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস তৈরি করে দেয়। জীবনকে সুন্দর ও সজীব রাখে।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, তারা নিজেরা দিনের এ সময়গুলোতে কী কী করে তা পরবর্তী সেশনে বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসতে
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ৪

পদ্ধতিঃ রুটিন তৈরি

- শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনের সব কাজের একটি তালিকা তথা রুটিন করতে বলুন। এ রুটিনে সবকিছুর জন্য সময় রাখতে বলুন, যেমন— বাবা-মাকে সাহায্য করা, খেলা, পড়াশোনা, প্রার্থনা, ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন যে এমন একটি রুটিন করতে হবে যেটা সত্যিই তারা পালন করবে
- শিক্ষার্থীদের মনে কোনো প্রশ্ন এলে জিজ্ঞেস করতে বলুন এবং উত্তর দিন
- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা করে তাদের রুটিন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা শুনুন। তাদের রুটিনের বিষয়ে ইতিবাচক কথা বলে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি শেষ করুন।

বাবা-মা/অভিভাবকদের রুটিন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের রুটিন মূল্যায়ন করতে বলুন।

সময়/দিন	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতি বার	শুক্রবার	শনিবার
প্রাতঃকাল							
পূর্বাহ্ন							
মধ্যাহ্ন							
অপরাহ্ন							
সায়াহ্ন							

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৫

বিষয়: শুচিতা, উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা, পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

উদ্দেশ্য: শুচিতা, উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা, পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানা, এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। মোট ১১ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

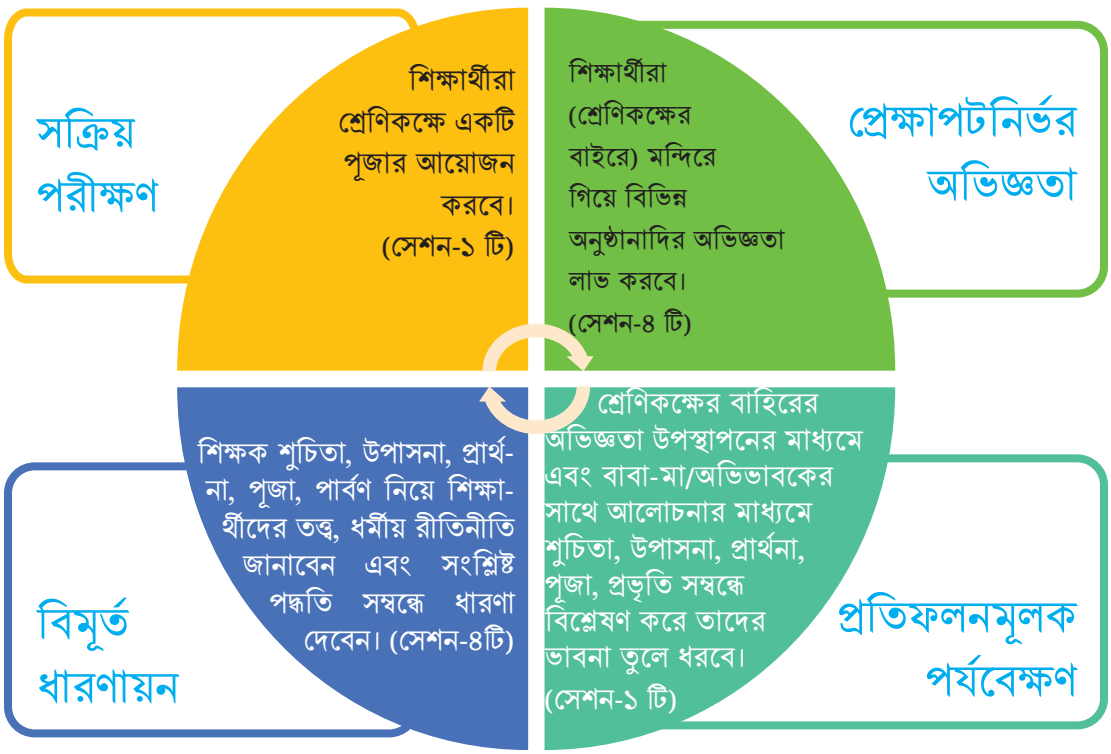

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ৪ টি

সেশন ১-৪

পদ্ধতি: ভ্রমণ/ পরিদর্শন

প্রয়োজনীয় উপকরণ: পূজার ভিডিও ক্লিপ

- শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি কোনো মন্দিরে নিয়ে যান। মন্দির পরিদর্শনের ক্ষেত্রে এমন সময় বেছে নিন যাতে শিক্ষার্থীরা পূজা-অর্চনা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। (একান্তই সম্ভব না হলে কোনো পূজার ভিডিও ক্লিপ ক্লাসে দেখাতে পারেন অথবা খুব নিকট অতীতে তারা মন্দিরে গিয়ে যে পূজা দিয়েছে তা স্মরণ করতে বলুন।)
- মন্দিরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করান, যেমন পুরোহিতের এবং উপাসনাকারীদের বিভিন্ন কার্যাবলির দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন
- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পূজার কোনো একটি অংশে অংশগ্রহণ করুন
- বিদ্যালয়ে ফিরে এসে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ৫

পদ্ধতি: আলোচনা, অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধকরণ ও উপস্থাপন

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন
- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ করে মন্দির পরিদর্শন/ নিকট অতীতের পূজার স্মৃতি/ পূজার ভিডিওতে তাদের দেখা বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলী পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন
- শিক্ষার্থীরা এই কাজটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা দেখুন
- শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণে কোনো মজার মন্তব্য থাকলে করুন। শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু খেয়াল না

করে থাকলে মনে করিয়ে দিতে পারেন

- বাড়িতে শিক্ষার্থীদের নিজের বাবা-মা/ অভিভাবকের সাথে মন্দিরে যাওয়ার জন্য যেসব প্রস্তুতি নিতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করে আনতে বলুন

- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

সেশন ৬

পদ্ধতি: পোস্টার তৈরি ও উপস্থাপন

- সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন

- এখন শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ করে দিন

- শিক্ষার্থীদের তৈরি করে আনা তালিকা মিলিয়ে দলে/ জোড়ায় একটি পোস্টার তৈরি করতে বলুন

- শিক্ষার্থীদের তৈরি পোস্টার উপস্থাপন করতে বলুন

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৪ টি

সেশন ৭–১০

পদ্ধতি: আলোচনা, পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া বিভিন্ন কাজ

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা যে মন্দির পরিদর্শন করলাম এবং মন্দিরের বিভিন্ন কার্যাবলী দেখলাম তাতে বেশ কয়েকটি বিষয়ের ভূমিকা আছে। যেমন: শুচিতা, উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা, পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র।

- এখন শুচিতা নিয়ে নিচের বিষয়বস্তু জানান।

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

শুচিতা

শুচিতা মানে নির্মলতা, পবিত্রতা। এই পবিত্রতার শুরু হয় মন থেকে। মনে শুচিতা থাকলে আমরা খারাপ চিন্তা থেকে বিরত থাকি, কারও ক্ষতি করতে চাই না, কারও অশুভও কামনা করি না। মনে শুচিতা থাকলে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে গুরুত্বপুর্ণ মনে করি।

শুচিতা মানে যেমন মনের পবিত্রতা, তেমনি শরীরের পবিত্রতাও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিবেশ, প্রকৃতি দেখলে অন্যের মনেও পবিত্রতার অনুভূতি আসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ঈশ্বর পছন্দ করেন। শুচিতা ধর্মের অঙ্গ। শুচিতার মাধ্যমে শরীর ও মনের পবিত্রতা আনা যায়। শরীর ও মনকে সাধনার উপযোগী করার জন্য শুচিতা প্রয়োজন। শুচিতা প্রধানত দুই প্রকার, যথা— অভ্যন্তরীণ শুচিতা ও বাহ্যিক শুচিতা।

অভ্যন্তরীণ শুচিতা: অভ্যন্তরীণ শুচিতা বলতে মনের বা অন্তরের শুচিতাকে বোঝায়। বিদ্যার্জন, সদাচরণ প্র-ভৃতির মাধ্যমে মনের বা অন্তরের শুচিতা অর্জন করা যায়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা, সবার জন্য সুচিন্তা করা, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা না বলা - এগুলো সবই ভালো মনের পরিচয় বা অভ্যন্তরীণ শুচিতার প্রতিফলন।

বাহ্যিক শুচিতা : বাহ্যিক শুচিতা বলতে শারীরিক শুচিতা বোঝায়। জল দিয়ে বাহ্যিকভাবে শুচি হওয়া যায়। আমরা প্রতিদিন হাত-মুখ ধুই, স্নান করি। এভাবে বাহ্যিক শুচিতা অর্জন করি। এছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার মাধ্যমেও বাহ্যিক শুচিতা অর্জন করা যায়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : শুচিতার ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও ধর্মের অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে বোঝায়। উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা-পার্বণের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। কারণ ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন সবার আগে। অপরিষ্কার অবস্থায় ধর্মীয় কাজে মন বসে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে আরও অনেক কিছু আছে। যেমন- নিজের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা। বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিপাটি করে রাখা। আশপাশের পরিবেশ সুন্দর রাখা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখা ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আবার ব্যক্তিগত হতে পারে, সর্বজনীনও হতে পারে।

নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে হয়। নিজের শরীরের যত্ন নিতে হয়। এগুলো ব্যক্তিগত পরি-ষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

বিদ্যালয়, মন্দির, ধর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। বাড়ির আঙিনা, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। সবার অংশগ্রহণে এই পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। এটাই সর্বজনীন পরিচ্ছন্নতা।

শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব : শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্চন্নতা ধর্মচর্চার পূর্বশর্ত। শুচিতা প্রার্থনার অপরিহার্য অংশ। শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শরীর ও মন সুস্থ থাকে। আর শরীর ও মন সুস্থ থাকলে ধর্ম-কর্ম ভালো হয়। পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া যায়। সর্বজনীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সর্বক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সবার মঙ্গল হয়।

- নিচের মিলকরণটি শিক্ষার্থীদের করতে দিন (১টি করা আছে) :

অভ্যন্তরীণ শুচিতা	মানুষের মঙ্গলকামনা করা
	ঘর মোছা
	স্নান করা
বাহ্যিক শুচিতা	হাত-মুখ ধোয়া
	সদাচারণ
	গান গাওয়া
	খেলার মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

- কোনো শিক্ষার্থী মিলকরণে দুর্বলতা দেখালে বিষয়বস্তুর সংলগ্ন অংশ আবারও তাদের বলুন।

- উপাসনা ও প্রার্থনা নিয়ে নিচের বিষয়বস্তু জানান।

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

উপাসনা ও প্রার্থনা

উপাসনা

ঈশ্বরকে ভালোবেসে তাঁর কাছে আমরা বসতে চাই। ঈশ্বরের কাছে বসাই উপাসনা। ধর্মগ্রন্থে উপাসনা নিয়ে অনেক কথা আছে। সে কথাই আমরা বলব।

'উপ' অর্থ নিকটে এবং 'আসন' অর্থ বসা। ঈশ্বরের উপাসনা অর্থ ঈশ্বরের নিকটে বসা। অর্থাৎ, যে কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে কাছে পেতে পারি, তার নামই উপাসনা। একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে ঈশ্বরের আরাধনা করাই উপাসনা। উপাসনা ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি। পূজা-অর্চনা, স্তব-স্তুতি, ধ্যান, জপ, কীর্তন, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয়। উপাসনার ফলে আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনার মাধ্যমে আমরা সকলের কল্যাণ কামনা করি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

সাকার ও নিরাকার দুভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়।

সাকার উপাসনা হলো নিরাকার ঈশ্বরের আকার বা মূর্ত রূপের মাধ্যমে আরাধনা করা। 'সাকার' অর্থ যার আকার বা মূর্তরূপ আছে। আমরা ঈশ্বরকে দেব-দেবীর প্রতিমারূপে উপাসনা করি। বিভিন্ন দেব-দেবী, যেমন— কার্ত্তিক, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ঈশ্বরের সাকার রূপ। পূজারি ভক্ত ঈশ্বরকে সাকাররূপে পূজা করে, তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

নিরাকার মানে যার কোনো আকার বা রূপ নেই। ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই। ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরের কোনোপ্রকার প্রতীক বা মূর্তরূপ ছাড়া ধ্যানস্থ হয়ে উপাসনা করাই নিরাকার উপাসনা। ঈশ্বর নিরাকার। জগতের কল্যাণে নিরাকার ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন। যিনি নিরাকার, তিনিই আবার সাকার। নিরাকাররূপে ঈশ্বরের উপাসনা হচ্ছে ধ্যান। সাকাররূপে ঈশ্বরের উপাসনা হচ্ছে পূজা।

উপাসনা প্রতিদিন করতে হয়। তাই এটি একটি নিত্যকর্ম। উপাসনার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। একা বসে উপাসনা করা যায় আবার কয়েকজন মিলে একসঙ্গে বসেও উপাসনা করা যায়। কয়েকজন একত্র হয়ে উপাসনা করাকে সমবেত উপাসনা বলা হয়।

ঈশ্বরের উপাসনায় দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনা আমাদেরকে সৎপথে বা ধর্মপথে পরিচালিত করে। সকলের কল্যাণ কামনায় আমরা নিয়মিত উপাসনা করব।

প্রার্থনা

আমরা কেউ সম্পূর্ণ নই। প্রত্যেকেরই কিছু চাওয়া পাওয়া আছে। বড়োদের কাছেও চাই আবার ছোটোদের কাছেও চাই। তবে কেবল অভাবের জন্যই আমরা চাই না। ভালো থাকার জন্যও চাই। নিজের এবং সকলের মঙ্গলের জন্য চাই। এই চাওয়ার একটা অর্থ প্রার্থনা। এখন আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে জানব।

ঈশ্বর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি দয়াময়। করুণাময়। তাঁর ইচ্ছার ওপরেই আমাদের সবকিছু নির্ভর করে। আমরা তাঁর কাছেই সবকিছু চাই। ঈশ্বরের কাছে ভক্তিমনে কিছু চাওয়াই হচ্ছে প্রার্থনা। উপাসনার একটি অঙ্গ হলো প্রার্থনা। প্রার্থনা করার আগে নিজেকে শুচি করতে হয়। পবিত্র হতে হয়। মনে বিনয়ীভাব থাকতে হবে। একা বা সমবেতভাবেও প্রার্থনা করা যায়। আমরা নিজের ও সকলের কল্যাণ কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকি।

- শিক্ষার্থীদের এবার বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ যোগ করে পূর্ণবাক্য তৈরি করতে দিন :

উপাসনার মাধ্যমে	বিনয়ীভাব রাখতে হয়
প্রার্থনার সময় মনে	অঙ্গ হলো প্রার্থনা
উপাসনার একটি	মনে অন্যদের অমঙ্গল কামনা করি
আমরা অন্ধকার হতে	আলোর দিকে যেতে চাই
উপাসনা আমাদেরকে	সৎপথে ও ধর্মপথে পরিচালিত করে
	সকলের মঙ্গল কামনা করা যায়
	সহপাঠীদের অসহযোগিতা করা যায়

- পূর্ণবাক্য গঠনে শিক্ষার্থীরা দুর্বলতা দেখালে বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও তাদের বুঝিয়ে বলুন

- স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনামূলক কবিতা সম্পর্কে নিচের বিষয়বস্তু জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনামূলক কবিতা

হিন্দুধর্মের অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের স্তব ও প্রার্থনামূলক অনেক মন্ত্র ও শ্লোক রয়েছে। সেখানে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর রূপ, গুণ, মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনী-কান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সহ মহান ব্যক্তিদের রচিত বাংলা ভাষায় অনেক প্রার্থনামূলক কবিতা রয়েছে। এসব মন্ত্র, শ্লোক, প্রার্থনামূলক কবিতা চর্চা করলে মন পবিত্র হয়। মনে ঈশ্বরের উপলব্ধি অনুভূত হয়।

আমরা এখন ধর্মগ্রন্থাবলি থেকে সরলার্থসহ কিছু মন্ত্র ও শ্লোক এবং প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা শিখব।

উপনিষদ

অসতো মা সদ্গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)

শব্দার্থ : অসতো (অসতঃ) – অসৎ থেকে; সদ্গময় (সৎগময়)- সত্যে নিয়ে যাও; তমসো (তমসঃ)- অন্ধকার থেকে; জ্যোতির্গময়- জ্যোতিঃ+গময় – জ্যোতিতে অর্থাৎ আলোতে নিয়ে যাও; মৃত্যোর্মা -মৃত্যোঃ+মা ; মৃত্যোঃ- মৃত্যু থেকে; মা- আমাকে; আবিরাবীর্ম- আবিঃ+আবিঃ+ম(মা); আবিঃ- আবির্ভূত/প্রকাশিত; মা- আমার সম্মুখে; এধি- হও।

সরলার্থ : আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। (৪/৩৮)

শব্দার্থ : ন - নাই; হি - অবশ্যই; জ্ঞানেন - জ্ঞানের; সদৃশম্ - সমান/তুল্য; পবিত্রম্ - পবিত্র; ইহ - এই জগতে; বিদ্যতে - বিদ্যমান; তৎ - তা; স্বয়ম্ - নিজে; যোগসংসিদ্ধ - যোগ সিদ্ধগণ; কালেন - কালক্রমে/ যথাসময়ে; আত্মনি - আত্মাতে; বিন্দতি - অনুভব করেন।

সরলার্থ : এই জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নেই। যোগসিদ্ধগণ যথাসময়ে সে জ্ঞানকে নিজ আত্মাতে অনুভব করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

সর্বমঙ্গলমঙ্গাল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে। (১১/১০)

শব্দার্থ : সর্বমঙ্গালমঙ্গাল্যে - সকল মঙ্গালের মঙ্গাল স্বরূপা; শিবে - কল্যাণদায়িনী; সর্ব অর্থসাধিকে - সকল প্রকার সিদ্ধি (সুফল) প্রদায়িনী; শরণ্যে - অশ্রয়স্বরূপা; ত্র্যম্বকে - ত্রিনয়না; গৌরি - গৌরবর্ণা; নমোহস্তু তে - তোমাকে নমস্কার।

সরলার্থ : হে নারায়ণী, গৌরি, তুমি সকল মঙ্গালের মঙ্গাল স্বরূপা, কল্যাণদায়িনী, সকল প্রকার সুফল প্রদায়িনী, আশ্রয় স্বরূপা, ত্রিনয়না তোমাকে নমস্কার।

প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—

নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥

জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।

মঙ্গাল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।

চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।

নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥ (গীতাঞ্জলি)

- শিক্ষার্থীদের প্রার্থনামূলক শ্লোক এবং কবিতার অডিও শোনান/ নিজে শোনান/ ভালোভাবে পারেন এরকম কাউকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসুন
- শিক্ষার্থীদেরও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে, গাইতে বলুন
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাবা-মা/ অভিভাবক, পরিচিতজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রার্থনামূলক গান/ স্তব-স্তুতি/ শ্লোক নির্বাচন করে পরবর্তী সেশনে লিখে আনতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের লিখে আনা গান/ স্তব-স্তুতি/ শ্লোক দেখে জানতে চান, সে এটি কেন নির্বাচন করেছে।
- ফিডব্যাক জানান যে তা সত্যিই প্রার্থনামূলক হয়েছে কি না। যদি কোনো শিক্ষার্থী গান/ স্তব-স্তুতি/ শ্লোক নির্বাচনে ভুল করে, তখন তাকে পুনরায় এ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে পূজারত ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী হচ্ছে জানতে চান। তারা উত্তর দেওয়ার পর বলুন, পূজায় কী কী ঘটে এখন আমরা সেটা বিশদ আলোচনা করব।

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ

দেব-দেবী

আমরা পূর্বে জেনেছি, নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো দেব-দেবী। ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি যখনই আকার পায়, তখন তাঁদের দেব-দেবী বলে। এসব দেব-দেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তাই আমরা এই শক্তি বা গুণ লাভ করার জন্য দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। পূজার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। প্রার্থনা করি তাঁরা যেন আমাদের মঙ্গল করেন।

পূজা

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে নানাভাবে ভাবা হয়। নানাভাবে দেখা হয়। ঈশ্বর নিরাকার আবার তিনি সাকারও। ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাকার দুভাবেই উপাসনা করা হয়। পূজা ঈশ্বরের সাকার উপাসনার একটি পদ্ধতি। পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। ঈশ্বরের প্রতীকরূপে আছেন বিভিন্ন দেব-দেবী। বিভিন্ন দেব-দেবীকে আমরা স্তব-স্তুতি করি। ফুল-ফল ও নানা উপকরণ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই স্তব-স্তুতি, শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রক্রিয়া হলো পূজা। পূজার সময়ে মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হয়। দেবতার আরতি এবং ধ্যান করা হয়। সকল জীবের মঙ্গালের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

পূজার প্রক্রিয়াগত দিক হলো পূজা করার রীতি-নীতি। পূজার আয়োজনের বিভিন্ন দিক আছে। দেবতার প্রতিমা তৈরি আছে, পূজার উপচার আছে, তার কাছে প্রার্থনা আছে। এসব পূজার প্রক্রিয়াগত দিকের সঙ্গে যুক্ত দেশ ও অঞ্চল ভেদে পূজাপদ্ধতির বিভিন্নতা আছে। তবে পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবাহন, অর্ঘ্য প্রদান, ধ্যান, পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনামন্ত্র, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রতিদিন পূজা করি। আবার প্রতি ভেদে, মাস ও বছরের বিশেষ সময় অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। দেব-দেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র পৃথক হয়ে থাকে। তবে যে-কোনো দেব-দেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নিয়ম থাকে। তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। সাধারণভাবে এই নিয়ম-নীতিগুলোকে পূজাবিধি বলে।

পূজার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পূজা-পার্বণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি আমাদের মনে সুন্দর ও পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের ভাব জাগ্রত হয়।

পূজার মাধ্যমে মনের সৌন্দর্যের সঙ্গে একাগ্রতা ও সৃষ্টি হয়। পূজায় অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে। পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন— ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি। অনেকে স্মরণিকাও প্রকাশ করে থাকেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে এসব আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

পূজা-পার্বণে পারিবারিক, সামাজিক পর্যায়েও উন্নত খাবার দাবারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পূজায় ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া হয়। কারণ প্রত্যেক পূজায় কিছু সুনির্দিষ্ট ফলের প্রয়োজন হয়। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদেরও প্রয়োজন হয়, যা পূজার উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।

নিম্নে গণেশ দেবতা ও সরস্বতী দেবীর বর্ণনা করা হলো।

গণেশ দেবতা

গণেশ আমাদের একজন অতি পরিচিত দেবতা। গণেশকে বিঘ্ননাশকারী, সিদ্ধিদাতা বা সফলতার দেবতারূপে পূজা করা হয়। বিভিন্ন শুভকার্য, উৎসব ও অনুষ্ঠানের শুরুতে গণেশ পূজা করতে হয়। গণেশদেব, গণপতি, বিনায়ক, গজানন, একদন্ত, হেরম্ব প্রভৃতি নামেও পরিচিত। গণেশ দেবের শরীর মানুষের মতো। কিন্তু ওপরে অংশে আছে গজ বা হাতির মাথা। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত এবং তিনটি চোখ। তাঁর শরীর মোটা ও উদর লম্বা। মানব কল্যাণের জন্য এক হাতে তিনি ধারণ করেছেন বরদমুদ্রা। তাঁর বাহন হলো মুষিক (ইঁদুর)।

গণেশ দেবতা মানুষের সকল বাধা বিপত্তি দূর করেন। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য দান করেন। এ কারণে যে-কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে গণেশ দেবতার পূজা করা হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গণেশ দেবতার ছবি বা প্রতিমা সংরক্ষণ করেন। তাঁরা বাংলা নববর্ষে হালখাতার উদ্বোধন করেন সিদ্ধদাতা গণেশ দেবতার পূজার মাধ্যমে। ধর্মগ্রন্থে গণেশ দেবতার জ্ঞান ও বীরত্বের অনেক কাহিনি আছে।

পূজা পদ্ধতি

ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশ দেবের পূজা করা হয়। এছাড়া যে-কোনো পূজা করার আগে গণেশ দেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। যেমন— দূর্বা, লাল ফুল, পান পাতা, সুপারি, ধূপ, নারকেল, লাল চন্দন, মোদক (মিষ্টি), আরতির থালা, ফলমূল ইত্যাদি। এরপর শুদ্ধ আসনে বসে গণেশের বন্দনা করতে হয়। "ওম্ গণপতয়ে নমঃ" উচ্চারণের মাধ্যমে গণেশ বন্দনা করতে হয়। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে নানা উপচার দিয়ে পূজা অরম্ভ করতে হয়। এরপর গণেশ দেবের ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণামাম্যহম্ ।।

শব্দার্থ : একদন্তং- এক দাঁত; মহাকায়ং- বিশাল শরীর; লম্বোদরং (লম্বা+উদরং) - বড় পেট; গজাননম্ (গজ+আননম্) - গজ- হাতি; আনন- মুখ; বিঘ্ননাশকরং- বিঘ্ন নাশকারী; দেবং- দেবতা; হেরম্বং- হেরম্ব; প্রণামাম্যহম্ - (প্রণমামি+অহম্) - প্রণমামি- প্রণাম করি; অহম্ - আমি।

(সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এখানে অনুস্বারযুক্ত সব শব্দ একবচনে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।)

সরলার্থ : যিনি এক দাঁত বিশিষ্ট, যাঁর শরীর বিশাল, লম্বা উদর, যিনি গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরম্বদেব গণেশকে প্রণাম জানাই।

গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা

গণেশ মূলত বিঘ্ননাশকারী দেবতা। তাই গণেশ দেবের পূজা করলে সব ধরনের বাধা দূর হয় এবং যে কোনো কাজে সফলতা আসে। গণেশ পূজা করলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। তাই হিন্দুধর্মে যে- কোনো পূজার আগে গণেশ পূজা করতে হয়। সব কাজের আগে গণেশ দেবতাকে স্মরণ বা পূজা শুভকর ও মঙ্গলজনক। তাই যে-কোনো কাজ আরম্ভ করার সময় আমরা গণেশ দেবকে স্মরণ করব। পূজার বিধান অনুসারে ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করব।

সরস্বতী দেবী

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সুরের দেবী হলেন সরস্বতী। তিনি বিদ্যাদাত্রী ও জ্ঞানদাত্রী। জ্ঞান হচ্ছে আলো যা অন্ধকার দূর করে। জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতার অন্ধকার, বিদ্যার আলোয় অবিদ্যার অন্ধকার যিনি দূর করে দেন, তিনিই হলেন দেবী সরস্বতী। সরস্বতী দেবী বাগ্দেবী, বীণাপাণি, সারদা, শতরূপা, বিরজা, মহাশ্বেতা, ব্রাহ্মী প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

সরস্বতী দেবীর বসন শুভ্র বা সাদা। তাঁর গায়ের রং চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন। তাঁর গলায় থাকে অক্ষমালা বা মুক্তার মালা। সাদা পদ্মফুল বেষ্টিত তাঁর আসন। শুভ্রবর্ণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ হচ্ছে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতীক। তাই সরস্বতী দেবীর শুভ্রবর্ণ প্রকৃত জ্ঞানেরও বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে।

পূজা পদ্ধতি

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে সরস্বতী পূজা করা যায়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সাড়ম্বরে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। প্রতিমার মাধ্যমে দেবীর সাকার রূপ গড়ে নিয়ে সাধারণত পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি হিসেবে মণ্ডপ সাজানো, পূজার উপকরণ (পলাশ ফুল, গাদা ফুল, বেলপাতা, ধান, যব, দূর্বা, আম্রপল্লব, কুলসহ নানা প্রকার ফল, দোয়াত-কলম প্রভৃতি) সংগ্রহ করতে হয়। এরপর শুদ্ধ আসনে পূর্ব বা উত্তর-মুখে বসে আচমন করে সংকল্প করতে হয়।

এরপর দেবীর ঘট স্থাপন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় অর্থাৎ দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। মন্ত্র পাঠ করে দেবীর পূজা করতে হয়। এ সময় শঙ্খ, ঘণ্টা ও উলুধ্বনি দিতে হয়। পূজার রীতি হিসেবে সরস্বতী দেবীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।

বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।।

এষ সচন্দন-বিল্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ

শব্দার্থ : সরস্বত্যৈ- সরস্বতীকে; নমো (নমঃ)- নমস্কার; নিত্যং- সর্বদা; ভদ্রকাল্যৈ- ভদ্রকালীকে; বিদ্যাস্থানেভ্যঃ- বিদ্যাস্থানীয় বিদ্যাসমূহকে; সচন্দন - চন্দনযুক্ত; বিল্বপত্র -বেলপাতা।

সরলার্থ : দেবী সরস্বতী, ভদ্রকালীকে সর্বদা প্রণাম করি। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ইত্যাদি বিদ্যাস্থানকেও প্রণাম করি। চন্দনযুক্ত বিল্বপত্র ও পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে সরস্বতী দেবীকে প্রণাম জানাই।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।।

শব্দার্থ : সরস্বতি - হে সরস্বতী; মহাভাগে - মহাভাগ; বিদ্যে - বিদ্যা; কমললোচনে - পদ্মের মতো চোখ ; বিশ্বরূপে - বিশ্বরূপ; বিশালাক্ষি - বিশালাক্ষী(বড় চোখ যার); বিদ্যাং - বিদ্যা; দেহি - দাও; নমোঽস্তু (নমঃ-+অস্তু) - নমস্কার; তে - তোমাকে। ** এখানে সবকটি শব্দ সম্বোধনে আছে।

সরলার্থ : হে মহভাগ বিদ্যাদেবী সরস্বতী, কমলনয়না, তুমি বিশ্বরূপা। বিশাল তোমার চোখ। তুমি বিদ্যাদান করো। তোমাকে প্রণাম করি।

সরস্বতী দেবীর পূজার শিক্ষা

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে মনের অন্ধকার বা অজ্ঞতা দূর হয়। জ্ঞান বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। বিদ্যাদেবীর পূজা করে বিদ্যার্থীদের জ্ঞান আহরণের অনুরাগ বেড়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অনেক বেশি। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা এ দিনটি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে উদ্‌যাপন করে থাকে। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে এমন দৃঢ় মনোবল তৈরি হয় যে, তারা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণের জন্যও আশান্বিত হয়ে ওঠে। তাই তারা বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।

সরস্বতী পূজার দিনে সমাজের সব শ্রেণির পূজারিরা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার জন্য মিলিত হয়। মিলিত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপচারিতায় মেতে ওঠে যা জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ে সকলের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। পূজারি ছাড়াও অনেকে পূজার স্থানে আসে। এতে সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

পার্বণ

পার্বণ হলো কোনো পর্বকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান বা উৎসবের আয়োজন। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। আমরা পূজা-পার্বণ বলতে বুঝি, যে পর্বগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে, দেব-দেবীর প্রতি গভীর ভক্তির সৃষ্টি করে। পূজা-পার্বণের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ, মন্দির বা ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন করা। বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য বাজানো। সবার সঙ্গে ভাববিনিময়, নানা ধরনের খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, উন্নত ও পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদিও পার্বণের অঙ্গ।

নবান্ন

আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব হলো নবান্ন। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনটি নবান্ন উদ্‌যাপনের দিন হিসেবে পরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর এই পার্বণ পালন করা হয়। আমন ধান কাটার পর নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি অন্ন, নানা রকম পিঠা-পায়েস প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তারই নাম নবান্ন। তখন চারিদিকে বাতাসে উড়ে বেড়ায় নতুন ধানের গন্ধ। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

পৌষসংক্রান্তি

বাংলা মাসের শেষদিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। বাঙালি সংস্কৃতিতে পৌষসংক্রান্তি একটি বিশেষ পার্বণের দিন। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে বাঙালি সমাজে পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তি এ দুটি উৎসবই উল্লেখযোগ্য। তবে পৌষ পার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়। বাংলা পৌষ মাসের শেষ দিনে পৌষসংক্রান্তি পালন করা হয়। এই দিন বাঙালিরা পিঠা উৎসব, ঘুড়ি ওড়ানোসহ নানারকম উৎসবের আয়োজন করে। আনন্দে মেতে ওঠে।

- এবারে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে থাকা নিচের বাক্যগুলো থেকে এককভাবে ঠিক/ভুল বের করতে দিন।
    - গণেশ দেবের শরীর হাতির মতো। (ভুল, সঠিক উত্তর : গণেশ দেবের মাথা হাতির মতো।)
    - বিদ্যার আলো দিয়ে অবিদ্যার অন্ধকার দূর করেন সরস্বতী দেবী। (ঠিক)
    - নবান্নে দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করা হয় কারণ তিনি শক্তির দেবী। (ভুল, সঠিক উত্তর : ... কারণ তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী)
    - পৌষ সংক্রান্তি একটি পার্বণ। (ঠিক)
    - সব কাজের পরে গণেশ দেবতাকে স্মরণ বা পূজা শুভকর ও মঙ্গলজনক। (ভুল, ঠিক উত্তর : সব কাজের আগে গণেশ দেবতাকে ...)
- ঠিক/ভুল নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা দুর্বলতা দেখালে বিষয়বস্তুর সংলগ্ন অংশ আবারও তাদের বলুন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। মন্দিরে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। প্রতিদিন মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হয়। সুতরাং যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা করা হয় সে স্থানকে মন্দির বলে। সাধারণত দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নামকরণ হয়। যেমন— দুর্গা মন্দির, শিব মন্দির, কালী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির ইত্যাদি। মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে গেলে পুণ্যলাভ হয়। দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। ভগবানের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেন। মনের বাসনা পূর্ণতার জন্য, নিজের ও সকলের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবীর দর্শনে অন্তরে ভক্তিভাব উদয় হয়। মনে শান্তি আসে। আমরা সবাই মন্দির বা দেবালয়ে যাব। এখানে আমরা একটি মন্দিরের পরিচয় জানব।

রমনা কালী মন্দির : আমাদের একটি বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে রমনা কালী মন্দির। এটি ঢাকায় অবস্থিত। মন্দিরটি বহু শতাব্দীর প্রাচীন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রমনা কালীবাড়ি মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ বহু মানুষ হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নিহত হয়।

মন্দিরের কাছে ছিল আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। এই আশ্রমটিও ধ্বংস করে দেয়া হয়। বর্তমান মন্দিরটি আগের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। নতুনভাবে নান্দনিক করে নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরের সামনে আছে একটি বড়ো পুকুর। মন্দির অঙ্গনে রয়েছে মা আনন্দময়ীর আশ্রম। আনন্দময়ী ছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না এবং সাধিকা হিসেবে পূজিতা। এখানে কালী মন্দির, দুর্গা মন্দির, মা আনন্দময়ীর আশ্রমসহ আরও অনেক মন্দির আছে।

তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো দেব-দেবী, অবতার কিংবা মহাপুরুষ-মহীয়সীর নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মের ভাব উদয় হয়। দেহ-মন পবিত্র হয়। পুণ্যলাভ হয়। সকল পাপ দূর হয়। কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না।

বংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন— চন্দ্রনাথ ধাম, লাঙ্গালবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, মথুরা, নবদ্বীপ ইত্যাদি। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী এসব পুণ্যভূমিতে তীর্থ করতে আসেন। আমরা এখন একটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

চন্দ্রনাথ ধাম : বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে চন্দ্রনাথ ধাম। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপ-জেলায় এ তীর্থক্ষেত্রটি অবস্থিত। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের ওপর একটি শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তীর্থক্ষেত্র। শিবের এক নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এই তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে এখানে আরও অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন— শম্ভুনাথ মন্দির, বিরূপাক্ষ মন্দির, ভোলানাথ গিরি সেবাশ্রম, দোল চত্বর, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির ইত্যাদি।

সীতাকুণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ চন্দ্রনাথ ধাম। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাতে চন্দ্রনাথ ধামে ভগবান শিবের আরাধনা করা হয়। শিবের নামের সঙ্গে যুক্ত এই তিথি শিব চতুর্দশী বলে পরিচিত। শিব চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথ ধামে বহু মানুষের সমাগম হয়। এ সময় এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। মেলার আয়োজন করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে। চন্দ্রনাথ ধামে গেলে মন শান্ত ও পবিত্র হয়।

- নিচের মিলকরণটি শিক্ষার্থীদের করতে দিন (নিজে একটা করে দিন)

মন্দির	চন্দ্রনাথ ধাম
	পবিত্র স্থান
	দেবালয়
তীর্থক্ষেত্র	এখানে গেলে পুণ্যলাভ হয়
	রমনা কালী মন্দির

- কোনো শিক্ষার্থী মিলকরণে দুর্বলতা দেখালে বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও বুঝিয়ে বলুন

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন শ্রেণিকক্ষে যদি একটি পূজার আয়োজন করতে হয় তবে তারা কোন্ পূজার আয়োজন করতে ইচ্ছুক।

- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে একটি পূজা আয়োজনের বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে বলুন। তাদের বলুন, বাড়ি থেকে কিছু সাধারণ ও সহজলভ্য উপকরণ নিয়ে আসতে। যেসব উপকরণ তারা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবে, সেগুলোর যোগান দেওয়ার চেষ্টা করুন।

- পরবর্তী সেশনে তারা শ্রেণিকক্ষে একটি পূজার আয়োজন করবে সে বিষয়ে জানান

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ১১

পদ্ধতি: পূজার ভূমিকা অভিনয়

উপকরণ: পূজার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

শিক্ষার্থীদের আনা উপকরণগুলো এক জায়গায় সাজাতে বলুন

- প্রয়োজনীয় যেসব উপকরণ বাকি থেকে গেল সেগুলো বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে সংগ্রহ করা যায় কি-না দেখুন, আপনি যতটা সম্ভব সরবরাহ করার চেষ্টা করুন, বাকিগুলোর জন্য কাগজ বা অন্যান্য বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করে মডেল উপকরণ বানিয়ে নিতে বলুন
- পূজার প্রসাদ বা অন্যান্য উপকরণের জন্য যেন অভিভাবকের ওপরে চাপ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন
- এবারে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা সত্যিকারের পূজা করছি না। পূজার বিষয়ে হাতে-কলমে জানবার জন্য মডেল পূজার আয়োজন করছি
- এবারে শিক্ষার্থীদের পূজা করার ভূমিকা অভিনয় করতে বলুন
- শিক্ষার্থীরা সবাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি-না তার মূল্যায়ন করুন
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখন অভিজ্ঞতা ৬

বিষয়ঃ যোগাসন

উদ্দেশ্যঃ যোগাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ও চর্চা করা

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। মোট ৪ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

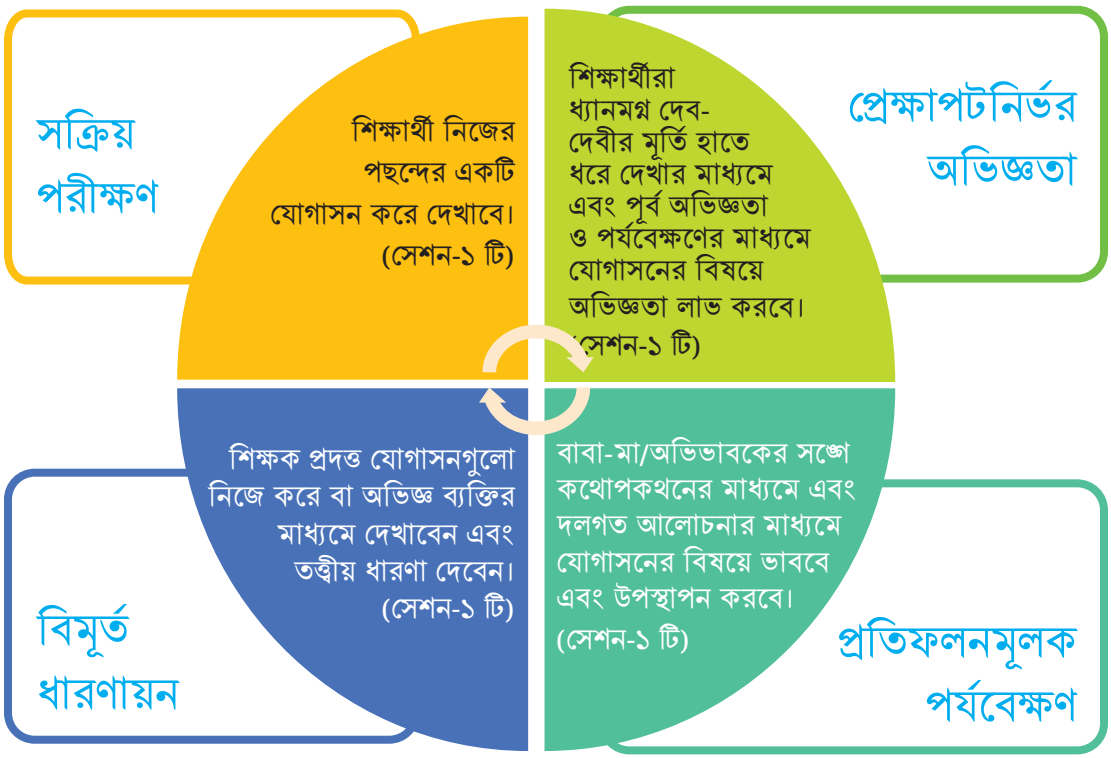

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

সেশন ১

পদ্ধতি: পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: উপবিষ্ট দেব-দেবীর মূর্তি

- উপবিষ্ট দেব-দেবীর এক বা একাধিক মূর্তি, যা হাতে বহন করা যায় বা ছোটো আকৃতির, তা শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসুন
- শিক্ষার্থীদের মূর্তিগুলো কাছে গিয়ে বা হাতে ধরে দেখতে দিন
- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, মূর্তিগুলো তারা চিনতে পারছে কি না। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূর্তিগুলোর পরিচয় শিক্ষার্থীদের জানানোর পর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে এ মূর্তিগুলোর মধ্যে কোনো একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তারা দেখতে পায় কি-না
- শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বের করে আনুন যে সবকটি মূর্তি আসলে বিশেষ ভঙ্গিতে বসে আছে।
- এবার শিক্ষার্থীদের বলুন, তাদের বইয়েও বিভিন্ন দেব-দেবীদের ছবি দেওয়া আছে। তাদের বসার ভঙ্গিও পর্যবেক্ষণ করতে বলুন
- শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে দলে/ জোড়ায় আলোচনা করতে দিন
- শিক্ষার্থীদের বলুন বাড়িতে গিয়ে বাবা-মা/ অভিভাবক/ বাড়ির বড়দের সঙ্গে দেব-দেবীর বসার এই বিশেষ ভঙ্গির বিষয়ে প্রশ্ন ও আলোচনা করতে
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ১ টি

সেশন ২

সেশন: পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য উপস্থাপন

শিক্ষার্থীদের বাবা-মা/অভিভাবকের সঙ্গে করা কথোপকথনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন

- এবার দেব-দেবীর মূর্তি/ ছবিগুলোর আসনের ভঙ্গিটি আবারও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন
- অতঃপর শিক্ষার্থীদের বইয়ে থাকা ছবিগুলোর নিচের শূন্যস্থানে দেব-দেবীর বসার ভঙ্গিটি বর্ণনা করে লিখতে বলুন
- শিক্ষার্থীদের আগের সেশনে লেখা দেব-দেবীর বসার ভঙ্গির বর্ণনা দলে/ জোড়ায় উপস্থাপন করতে বলুন
- শিক্ষার্থীদের বলুন উপস্থাপনের সময় চাইলে তারা পাঠ্যবইয়ের ছবিগুলো ব্যবহার করতে পারে
- উপস্থাপন যাচাই তালিকা ব্যবহার করে উপস্থাপন মূল্যায়ন করুন
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ১ টি

সেশন ৩

পদ্ধতি: করে দেখানো ও আলোচনা

শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এখন আমরা যোগাসন নিয়ে জানব। তাদের যোগাসন সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো জানান এবং করে দেখান। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কাউকে শ্রেণিকক্ষে এনেও যোগাসন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সম্ভব না হলে শিক্ষার্থীদের সাহায্যও নিতে পারেন
- বিভিন্ন আসন আপনি নিজে করেও দেখাতে পারেন। **সহায়ক তথ্য**

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

যোগাসন

ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। সাধারণভাবে "যোগ" শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে কিছু যুক্ত করা । তবে ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে যোগ বলতে বোঝায় ভগবানের প্রতি মনঃসংযোগ করা।

আসন হচ্ছে যোগের একটি অঙ্গ। যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ

কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না, তাকে যোগাসন বলে। যোগাসন অনুশীলনে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবেই এর সুফল পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাসন অনুশীলনে দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখা যায়। ফলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয় ওঠে। মন হয়ে ওঠে আনন্দ ও শান্তিময়। সব কাজে মনঃসংযোগ ঘটে।

আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ এবং মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে ধর্ম সাধনা অগ্রসর হয়। তাই দেহকে সুস্থ রাখা সাধনার পূর্বশর্ত। আর যোগাসন হচ্ছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার একটি প্রক্রিয়া। সেজন্য প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে যোগাসন অনুশীলনের বিধান দিয়ে গেছেন। যোগাসনের সংখ্যা অনেক, যেমন— পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

প্রতিটি কাজেরই কিছু নিয়মকানুন থাকে। ঠিক তেমনি যোগাসন অনুশীলনেরও কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। যেমন— সকাল ও সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে যোগাসন অনুশীলন করতে হয়। ভরা পেটে কিংবা একেবারে খালি পেটে আসন অনুশীলন করা অনুচিত। নরম বিছানার ওপর আসন অনুশীলন করা ঠিক নয়। আসন করার সময় ঢিলেঢালা হালকা পোশাক পরা উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হয়। নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি আসন অনুশীলন করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়।

যোগাসনের গুরুত্ব

নিয়মিত যোগাসনে দেহ সুস্থ থাকে। দেহে স্থিরতা আসে। আসন হলো দেহভঙ্গি। এ দেহভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পেশি, স্নায়ু ও গ্রন্থির ব্যায়াম হয়। দেহ-মনের কর্মতৎপরতা ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। দেহের গঠন সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়। দেহের রক্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ হয়। দেহের মেদ কমাতে, শীর্ণতা দূর করতে যোগাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাসন দেহের ক্লান্তি দূর করে। মনের চঞ্চলতা দূর করে। যোগাসন অনুশীলনে অধ্যাত্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করা যায়। বিভিন্ন আসনের মধ্যে আমরা এখন পদ্মাসন ও শবাসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

পদ্মাসন

আমরা একটি সুন্দর আসনের কথা জানব। এ আসনটি দেখলে মনে হবে যেন একটি পদ্মফুল ফুটে আছে। অর্থাৎ আসনটি দেখতে পদ্মের মতো। তাই এ আসনের নাম পদ্মাসন।

পদ্মাসনের নিয়ম: কোনো সমতল স্থানে দুই পা সামনে ছড়িয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙ্গে বাম জানুর ওপর রাখতে হবে। আবার বাম পা ভেঙ্গে ডান জানুর ওপর রাখতে হবে। দুই পায়ের গোড়ালি তলপেটের সঙ্গে মিশে থাকবে। দুই হাঁটুও মিশে থাকবে বসার জায়গার সঙ্গে। দেখতে হবে হাঁটু যেন উঁচু না হয়। সোজা হয়ে বসতে হবে। মাথা, ঘাড় এবং মেরুদন্ড সোজা থাকবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এক মিনিট বসে থাকার পর পা ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর আবার পা পরিবর্তন করে বসতে হবে। অর্থাৎ বাম পা ডান জানুর ওপর রাখতে হবে। এভাবে প্রতিবারে এক মিনিট করে প্রথম দিকে তিন-চারবার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিবার অভ্যাসের পর পনেরো সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উপকারিতা : এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা বাড়ে। শিক্ষার্থীদের জন্য পদ্মাসন খুবই উপকারী।

শবাসন

আমরা একটা মজার আসন শিখব। আসনটির নাম শুনলে একটু কেমন কেমন লাগবে। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসনটির নাম শবাসন। আসনটিতে শবের মতো হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ মরার মতো শুয়ে থাকতে হয়। তাই এর নাম শবাসন।

শবাসনের নিয়ম : কোনো শক্ত জায়গায় চিত হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে ছড়িয়ে দিতে হবে। পা দুটোর মাঝে প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁকা থাকবে। পায়ের গোড়ালি ভিতরের দিকে থাকবে। আঙুলগুলো থাকবে বাইরের দিকে। হাত দুটো লম্বালম্বিভাবে শরীরের দু-পাশে উরু থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। হাতের পাতা আধমুঠো অবস্থায় থাকবে। কোনো শক্তভাব যেন না থাকে। এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। এই আসনটি একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত অনুশীলন করতে হয়। আধঘণ্টা হলে আরও ভালো হয়। তবে দৈনিক যোগাভ্যাসে অন্য কোনো আসনের পর এই আসন অন্তত ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত।

উপকারিতা : শবাসন অনুশীলনে শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়। মন শান্ত থাকে। শরীর সুস্থ ও সবল হয়। মাংসপেশি ও স্নায়ু শিথিল হয়। শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেক পরিশ্রম ও পড়াশোনার পর শবাসন করলে খুব উপকার হয়।

সেশন ৪

পদ্ধতি: করে দেখানো

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ১ টি

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোনো একটি পছন্দের যোগাসন করে দেখাতে বলুন। যোগাসনের বিভিন্ন নিয়ম শিক্ষার্থী পালন করছে কি না যেমন ভরা পেটে না করা, যোগাসন শেষে শবাসন করা ইত্যাদির দিকে লক্ষ রাখুন
- শিক্ষার্থীকে বলুন, তার করা যোগাসনটির একটি বিবরণ লিখতে। সাথে যোগাসনটি সে কেন করছে তা-ও লিখতে বলুন (কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন)
- শিক্ষার্থীদে দলে/ জোড়ায় ভাগ করে দিন। তাদের বেছে নেওয়া যোগাসনগুলো সম্পর্কে পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন করতে দিন

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মীয় মূল্যবোধ

যোগ্যতা ৩: ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

বিশেষ নির্দেশনা: এই যোগ্যতাটি অর্জনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। মোট ২১ টি সেশনের মধ্য দিয়ে আপনি অভিজ্ঞতাগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে–

- মানবিক গুণ — নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা
- আদর্শ জীবনচরিত
    - শ্রীকৃষ্ণ
    - লোকনাথ ব্রহ্মচারী
    - রাণী রাসমণি
- সহাবস্থান

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

বিষয়: মানবিক গুণাবলী ও আদর্শ জীবনচরিত

উদ্দেশ্য: হিন্দুধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন করা, নিজ জীবনে প্রয়োগ করা, সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতাচক্রটি দেখুন। মোট ১০ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ১ টি

সেশন ১

পদ্ধতি: গল্প পড়া

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন
- পাঠ্যপুস্তকে দেয়া রন্তিদেবের গল্পটি সবাইকে পড়তে বলুন

সহায়ক তথ্য

(এই গল্পটি শিক্ষার্থীরা পড়ে শোনাবে।)

রন্তিদেবের গল্প

অনেক অনেক দিন আগের কথা। রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই দিনযাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছুই দেয়নি। ফলে তার কিছু খাওয়া হয়নি। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। তিনি খাবার গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এবার তাঁর উপবাস ভঙ্গ হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত হলেন, সঙ্গে ছিল একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। ভিক্ষুক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কদিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি, দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার সাথে আমার কুকুরটিও না খেয়ে আছে।' 'ক্ষুধার্ত' লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। কুকুরটি ক্ষুধায় ধুঁকছে। ভিক্ষুক এবং কুকুরের অবস্থার কথা চিন্তা করে রাজার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি ভুলে গেলেন নিজের অভুক্ত থাকার কথা। তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে তার ভক্তের নিকট থেকে যে খাবার পেয়েছিলেন তার সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

খাবার শেষ করে ভিক্ষুক জানালো- 'পেট ভরল না তার'।

রাজা রন্তিবর্মা হাতজোড় করে বললেন, আর তো কিছুই নেই, ভাই।

- শিক্ষার্থীদের দলে বা জোড়ায় গল্পটি নিজের ভাষায় বলতে বলুন
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ২

পদ্ধতি: আলোচনা

- শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন
- নিচের তিনটি প্রশ্ন পোস্টারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন বা বোর্ডে লিখে দিন
    - নিজে ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়েও রন্তিবর্মা কেন ভিক্ষুককে তাঁর আহার দান করলেন?
    - এখানে রন্তিবর্মার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
    - মানুষ হিসেবে আমাদেরও এরকম গুণের অধিকারী হওয়া উচিত কি-না—পক্ষে যুক্তি দাও।
- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ করে দিন। তাদের বলুন আগের সেশনের গল্পের সাপেক্ষে এ

প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে ভাবতে।

- নির্দিষ্ট সময় পর শিক্ষার্থীদের দল/ জোড়াকে প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন।
- শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত গুণগুলো বোর্ডে লিখুন।
- শিক্ষার্থীদের জোড়া/ দলকে একটি/ একাধিক গুণ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার জন্য নিচের কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করে দিন
    - এই গুণটি জানাশোনা বা পরিচিত বা পরিবারের কারও মাঝে দেখা যায় কি না
    - এই গুণটি কীভাবে মানুষের জন্য হিতকর
    - তোমার ভেতরে এই গুণটি আছে কি? যদি থাকে, তবে তুমি কীভাবে এই গুণটিকে জীবনে প্রয়োগ করেছ?
- আলোচনা শেষে প্রত্যেক জোড়া/ দলকে তাদের আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করতে বলুন
- ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

সেশন ৩

পদ্ধতি: গল্প লেখা

- শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন
- আগের সেশনে আলোচনা করা গুণগুলোর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে-কোনো একটি গুণ বাছাই করতে বলুন। এবারে তাদের অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে কিংবা জানা কোনো গল্প অবলম্বনে একটি গল্প লিখতে বলুন
- গল্পগুলোতে বিভিন্ন গুণ ঠিকভাবে উঠে এসেছে কি-না দেখুন
- প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন
- গল্প রচনার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৫ টি

সেশন ৪-৫

পদ্ধতি: গল্প শোনানো

- শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন
- শিক্ষার্থীদের জানান এরকম মানবীয় গুণগুলো আমাদের মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে
- তাদের বলুন, চলো আমরা মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা এই গুণগুলো নিয়ে জানি
- শিক্ষার্থীদের নিচের বিষয়বস্তু জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

নৈতিকতা

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে ভালো-মন্দ দুই-ই থাকে। কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পারি না, কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ। অথচ আমাদের ভালো-মন্দ বোঝা খুবই জরুরি। কারণ ভালো কাজ না করলে আমরা ভালো থাকি না। সমাজ ভালো থাকে না। এই ভালো-মন্দ বোঝার জন্য জ্ঞান থাকতে হবে। ভালো-মন্দ বা ভালো কাজ মন্দ কাজ বোঝার জ্ঞানকে বলা হয় নীতি। নীতির সঙ্গে যা যুক্ত হয় তা নৈতিকতা। পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা এ সবই নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত। হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। এর পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক অনেক উপাখ্যান আছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারি। এখন আমরা মানবিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জানব। আমরা এখানে ধর্মগ্রন্থের এবং দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান থেকে শিক্ষা লাভ করব।

মানবিকতা

স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকতা

বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন আমেরিকায় যান তখন তিনি ছিলেন ৩০ বছরের এক যুবক। সেই সময় আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা প্রশংসিত হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তায় পরিণত হন। এই বক্তৃতা তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং দেশে-বিদেশে তাঁর জয়জয়কার পড়ে যায়। বিশ্বজোড়া তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এসব নাম ও খ্যাতির উপরে তাঁর বড় পরিচয় তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও মানবদরদি। তাঁর মানবসেবার কোনো তুলনা হয় না। এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই তিনি বহু কাজ হাতে নেন এবং পরিকল্পনা করেন অনেক কাজের। এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য বিদেশ থেকে অনেক আমন্ত্রণ আসছিল। কিন্তু কিছুদিন পর কলকাতায় দেখা দিল প্লেগ রোগের মহামারি। আমরা করোনা মহামারির কথা জানি। করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল প্লেগ মহামারি। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন বহু লোকের মৃত্যু হতে লাগল।

শোনা যায়, কলকাতার প্রায় তিন ভাগ লোক মৃত্যুভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিলেন। এখানে কোনো ছোট-বড় নেই। জাতি ধর্ম-বর্ণ নেই। সবাইকে সুস্থ করতে হবে। তাঁর একমাত্র কাজ হলো প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করা এবং তাদের সুস্থ করে তোলা। তিনি তাঁর অনুগামী সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে সভা করলেন। তাদের বললেন, 'আমরা মরণকে ভয় করে প্লেগ রোগীদের কাছ থেকে দূরে থাকব না। তাদের ঔষধ দিব এবং চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করব।' তিনি বললেন, 'প্রয়োজনে টাকার জন্য আমরা মঠের জমি বিক্রি করব। আমরা আমাদের জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।' ওই সময় রাস্তায় প্রচুর ময়লা জমে গিয়েছিল। মৃত্যুর ভয়ে ময়লা পরিষ্কার করার কাজ যাদের, সেই মেথররাও রাস্তায় নামছিল না। ফলে, ময়লা থেকে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছিল। এমনি এক অবস্থায় রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ময়লা পরিষ্কার করা খুবই দরকার ছিল।

বিবেকানন্দ তাঁর সাধু-সন্ন্যাসী ভাই ও অনুগামীদের নিয়ে রাস্তায় নামলেন। নিজেরা ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। বিবেকানন্দের শিষ্য সিস্টার নিবেদিতাও ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কারে নেমে ছিলেন। তাদের দেখে মেথররা রাস্তায় নামলেন।

তারা নিয়মিত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা শুরু করলেন। বিবেকানন্দ প্রচারপত্রে জানালেন এবং সবাইকে বললেন, 'মৃত্যু সকলেরই হবে। কাপুরুষরাই বারবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। মা আমাদের অভয় দিচ্ছেন। ভয় নাই, ভয় নাই।' বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্লেগ রোগীদের কাছে গেলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় অনেক প্লেগ রোগী সুস্থ হলো। অনেকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরে এলো। তারপর একসময় কলকাতা প্লেগ রোগ থেকে মুক্ত হলো

বিবেকানন্দের এই মানবসেবার কোনো তুলনা নেই। তিনি অতি সাধারণ মানুষের সেবা করেছেন। সারাজীবন তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন। তাঁর কাছে মানবসেবাই ছিল ঈশ্বরসেবা, ভগবানের সেবা। ভগবানের এক নাম নারায়ণ। তিনি উপাস্য নারায়ণ থেকে মনুষ্য নারায়ণকেই বড় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা মোটেই সহজ কথা নয়। ভগবানের জায়গায় সাধারণ মানুষকে স্থান দিয়ে তাদের সেবা করা সহজ নয়। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমার সব থেকে বড় উপাস্য পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ।"

সহমর্মিতা

আমরা একসঙ্গে বাস করি। কেউ একা থাকি না। একা থাকা যায় না। একজনের দুঃখে আমরা দুঃখী হই। একজনের সুখে সুখী হই। আমাদের সবারই দুঃখ আছে। কারও বেশি। কারও কম। একজন দুঃখীর দুঃখে আমরা তার কাছে যাই। তাকে সান্ত্বনা দিই। সমবেদনা জানাই। এই সান্ত্বনা ও সমবেদনা দেয়াকে আমরা বলি সহমর্মিতা। এখন সহমর্মিতা সম্পর্কে একটা কাহিনি বলি। অনেক পুরোনো সে কাহিনি। কাহিনিটা আছে রামায়ণে। তাহলে বলি সে কাহিনি।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কথা। পিতৃসত্য পালনে রামচন্দ্র বনবাসে যান। একদিন-দুদিনের জন্য নয়। চৌদ্দ বছরের জন্য। রামচন্দ্রের সঙ্গে যান স্ত্রী সীতা। আর ভাই লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের মা কৌশল্যা। কৌশল্যা খুব কান্নাকাটি করছেন। ছেলে, ছেলের বৌ চলে যাচ্ছে। দুঃখ হওয়া, কান্নাকাটি করাই তো স্বাভাবিক। তখন সুমিত্রা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। সুমিত্রা হলেন রামের আরেক মা। রাজা দশরথের অন্য এক স্ত্রী। সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণ। তিনি যাচ্ছেন রামের সঙ্গে। সুমিত্রার অন্য ছেলে শত্রুঘ্ন। তিনি থাকেন তাঁর বড়ো ভাই ভরতের সঙ্গে। ভরতের মামাবাড়িতে। ভরত হলেন দশরথের অন্য স্ত্রী কৈকেয়ীর ছেলে। কৌশল্যার মতো সুমিত্রারও অনেক দুঃখ। কিন্তু নিজের দুঃখের কথা তিনি বললেন না। তিনি নানাভাবে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দেন। সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, লক্ষ্মণ বিপদে-আপদে রামকে রক্ষা করবে। সীতা রামের সেবা করবে। রামের কোনো কষ্ট হবে না। রাম চৌদ্দ বছর পর ফিরে আসবে। তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কৌশল্যার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এভাবে বহু সান্ত্বনার কথা বলেন সুমিত্রা। সুমিত্রার এই সহমর্মিতা, সমবেদনার কোনো তুলনা নেই। আমরা সুমিত্রার কথা মনে রাখব। তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করব। সুমিত্রার সহমর্মিতা আমরা অনুসরণ করব।

দায়িত্বশীলতা

আমরা একজন অসাধারণ মানুষের কথা জানব। জানব তাঁর দায়িত্বশীলতার কথা। দায়িত্ব, দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে আমরা জানি। কারও ওপর কিছু করার ভার দেয়া হয়। এই ভার নেয়াটাই দায়িত্ব। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি হলো দায়িত্ব

শীলতা। আমরা এখন একজন অসাধারণ দায়িত্বশীল মানুষের কথা জানব। তিনি ভরত।

আমরা রামায়ণের কথা জানি। রামায়ণের একজন রাজার নাম দশরথ। তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। দশরথের তিন স্ত্রী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। তিন স্ত্রীর চার ছেলে। কৌশল্যার ছেলে রামচন্দ্র। কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। আর সুমিত্রার যমজ ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাম ভাইদের মধ্যে বড়ো। দশরথ বড়ো ছেলে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসানোর আয়োজন করলেন। কিন্তু এতে কৈকেয়ী বাধা দিলেন। তিনি বললেন, তার ছেলে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে হবে। এক সময় দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী সেই দুটি বর চাইলেন। এক বরে ভরত রাজা হবে। আরেক বরে রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে বনে চলে গেলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সীতা গেলেন। ভাই লক্ষ্মণও গেলেন। ছেলের শোকে দুঃখে রাজা দশরথের মৃত্যু হলো। এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না ভরত। তিনি তখন তাঁর মামাবাড়িতে। শত্রুঘ্নও ছিলেন ভরতের সঙ্গে।

ভরতকে সব সংবাদ দেয়া হলো। তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায়। সব কথা শুনলেন। মায়ের ওপর তাঁর খুব রাগ হলো। খুব কষ্ট পেলেন। তিনি রাজা হতে চাইলেন না। বড়ো ভাই রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে বনে গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ফিরলেন না। তখন ভরত রামচন্দ্রের কাছে তার দুটি পাদুকা চাইলেন। তিনি বললেন, এই পাদুকা সিংহাসনে থাকবে। রামচন্দ্রের পক্ষে সেবক হিসেবে তিনি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ভরত চৌদ্দ বছর রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি নামেই রাজা ছিলেন। রামচন্দ্রই ছিলেন প্রকৃত রাজা। রামচন্দ্রের পক্ষে তিনি রাজার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। চৌদ্দ বছর ভরত কোনো রাজভোগ গ্রহণ করেননি। সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছেন। রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন। বনে বনে ঘুরে কষ্ট পেয়েছেন। ভরত সেকথা স্মরণ করেছেন। রাজবাড়িতে রাজা হয়েও তিনি বনবাসীর মতো থেকেছেন। কিন্তু এই চৌদ্দ বছরে তিনি রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছেন। রাজ্যের প্রজারা সুখী ছিল। চৌদ্দ বছর পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন। ভরত রামচন্দ্রকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। বড়ো ভাইয়ের প্রতি ভরতের এই শ্রদ্ধা-ভালোবাসার তুলনা নাই। তুলনা নাই তাঁর দায়িত্বশীলতার।

দায়িত্বপালন দায়িত্বশীলতার জন্য ভরত একজন আদর্শ মানুষ । তিনি অসাধারণ মানুষ। দায়িত্বশীলতার জন্য ভরত চিরস্মরণীয়। চির অনুসরণীয়। ভরতের আদর্শকে আমরা স্মরণ করব। ভরতকে আমরা অনুসরণ করব।

নিচের মিলকরণটি শিক্ষার্থীদের করতে দিন (নিজে একটা করে দিন) :

নৈতিকতা	কারও বিপদে সাহায্য করা
মানবিকতা	অন্যের বিপদে পাশে থাকা
সহমর্মিতা	অন্যের অশান্তি কামনা করা
দায়িত্বশীলতা	ভালো কাজ করা
	কথা দিয়ে কথা রাখা

- কোনো শিক্ষার্থী মিলকরণে দুর্বলতা দেখালে বিষয়বস্তুর সশ্লিষ্ট অংশ আবারও তাদের বুঝিয়ে বলুন
- শিক্ষার্থীর জীবনে উল্লিখিত ঘটনার মতো কোনো ঘটনা থাকলে বা এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে সে কী করবে তা তা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখতে বলুন (কাজটি বাড়িতেও করতে দিতে পারেন)
- ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

সেশন ৬-৮

পদ্ধতি: নাটিকা

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন
- শিক্ষার্থীদের নিচের নাটিকাটির কাহিনি বুঝিয়ে বলুন। এরপর শ্রেণিকক্ষে অভিনয় করে দেখাতে বলুন
- প্রধান চরিত্র বাদে বাকি সবাইকে গ্রামবাসীর চরিত্রে অভিনয় করতে দিন

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, গ্রামবাসী জড়ো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদা এবং বাবা বাসুদেবও ওখানে উপস্থিত আছেন। একটা সাতমাথা সাপ দেখা গিয়েছে। এই সাপের ত্রাসে গ্রামবাসী সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। চিন্তিত হয়ে সবাই আলোচনা করছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে বলো কী হয়েছে?

গ্রামবাসী। কেন তুমি জানো না, গ্রামের পুকুরে একটি খুব ভয়ংকর সাতমাথার সাপ এসেছে! পুকুরের সব জল বিষাক্ত করে ফেলেছে। মাছ মরে যাচ্ছে। এই জল পান করলে আমরাও মারা পড়ব।

অন্য একজন গ্রামবাসী। আমরা তবে জল কোথায় পাব?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা ভয় পেয়ো না, সাপটিকে আমি তাড়িয়ে দেব।

বাসুদেব আর যশোদা। তুই যাস না বাবা!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা ভয় পেয়ো না। কাঁদে না, মা। আমার কিছু হবে না।

গ্রামবাসী এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেল। যশোদা কাঁদছেন।

সাহসিকতার সাথে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাচ্ছেন লড়াই করে সাপটিকে তাড়িয়ে দিতে। ভীষণ যুদ্ধ করার পরে শ্রীকৃষ্ণ সাপটিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এলেন। অবশেষে গ্রামবাসী হাততালির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন জানাল। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ গ্রামবাসীকে (এবং পুকুরের মাছ ও অন্যান্য জীবদের) সাপের হাত থেকে রক্ষা করলেন। গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে থাকবে।

নাটিকাটি শেষে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন

- তাদের বলুন, “আমরা এখন কয়েকজন আদর্শ মহৎপ্রাণের কথা জানব যারা এরকম গুণ নিজেদের জীবনে ধারণ করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।”
- এবারে নিচের বিষয়বস্তু জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

আদর্শ জীবনচরিত

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সব সময় সকলের মঙ্গলের কথা বলেন। এঁরা সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের কথা বেশি ভাবেন না। এই মানুষদের আমরা মহাপুরুষ বলি। সাধক বলি। আদর্শ মানুষ বলি। এঁদের জীবনচরিত আমাদের অনুসরণীয়। আদর্শ মানুষের জীবনচরিত আলোচনা করলে, তাঁদের অনুসরণ করলে আমরাও ভালো মানুষ হতে পারি। এই আদর্শ মানুষদের মধ্যে অনেকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন হন। অনেকে ঐশ্বরিক শক্তিও লাভ করেন। আমরা এখানে কয়েকজনের জীবনচরিত আলোচনা করব। এঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বোত্তম।

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত অতুলনীয়। শৈশব থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বহু কাজ করেছেন। অসীম তাঁর কার্যাবলী। এখানে কেবল তাঁর শৈশবকালের কিছু কথা আমরা জানব।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরায়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। তাঁর জন্মের কারণে এই তিথিটি জন্মাষ্টমী নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব। মাতা দেবকী। দেবকী ছিলেন মথুরার রাজা কংসের জ্ঞাতিভগিনী। কংসের খুড়তুতো বোন। কংস খুবই অত্যাচারী ছিলেন। এত অত্যাচারী ছিলেন যে নিজের বাবা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন। তাঁকে কারাগারে আটকে রাখেন। আর নিজে রাজা হন।

কংস দৈববাণী থেকে জানতে পেরেছিলেন, দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁকে হত্যা করবে। একথা জেনে তিনি বসুদেব-দেবকীর ওপরও অত্যাচার শুরু করেন। তাঁদের দুজনকে তিনি কারাগারে আটকে রাখেন। দেবকীর ছয় সন্তানকে তিনি মেরে ফেলেন। সপ্তম সন্তান অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। এই সন্তানের নাম বলরাম। বলরাম গোকুলে নন্দরাজার ঘরে বড়ো হতে থাকেন। বসুদেব-দেবকীর অষ্টম সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ে রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। বসুদেব অনেক কষ্টে কৌশলে কৃষ্ণকে নিয়ে পালিয়ে যান। মথুরার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। এই যমুনা নদীর ওপারে গোকুল । বসুদেব যমুনা পার হয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যান গোকুলে। সেখানে ছিল নন্দরাজার বাড়ি। নন্দরাজা ছিলেন বসুদেবের বন্ধু। বসুদেব নন্দরাজার ঘরে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন নন্দের স্ত্রী যশোদার একটি মেয়ে হয়েছে। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার পাশে রেখে দেন। আর মেয়েটিকে নিয়ে আসেন। মেয়েটিকে রাখেন দেবকীর পাশে। এসব ঘটনা কেউ জানতে পারেনি। পরদিন সকালে কংস দেবকীকে দেখতে যান। তিনি দেখেন দেবকীর একটি মেয়ে হয়েছে। কংস মেয়েটিকে নিয়ে পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু মেয়েটি মরল না। বরং মেয়েটি ওপরে উঠে গেল। আর বলে গেল— ‘কংস, তোকে যে মারবে সে অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছে।’

সব কথা শুনে কংসের তো মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। তিনি মথুরা এবং গোকুলের সব শিশুকে মারার পরিকল্পনা করলেন। তিনি তার অনুচরদের ছদ্মবেশে পাঠালেন গোকুলে। এই অনুচররা অসুর ও রাক্ষস শ্রেণির। এদের অলৌকিক শক্তি আছে। নানা রূপ ধারণ করতে পারে এরা। অনেক শিশু তাদের হাতে মারা গেল।

কৃষ্ণ এখন তাঁর পালক পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার ছেলে। তিনি একটু একটু করে বড়ো হচ্ছেন। একদিন কৃষ্ণ

একটি শকটের নিচে শুয়ে ছিলেন। মা যশোদা তখন একটু দূরে ছিলেন। মাকে না পেয়ে কৃষ্ণ হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে লাগলেন। শক্তিমান শিশু কৃষ্ণের পায়ের আঘাতে শকটটি ভেঙে গেল। সকলের বিশ্বাস শকটের মধ্যে এক অসুর লুকিয়ে ছিল। শকটের সঙ্গে সেই অসুর মরে গেল।

আরেকদিন পুতনা নামে এক রাক্ষসী এলো। সে খুব সুন্দরী হয়ে এসেছিল। যশোদার কাছ থেকে কৃষ্ণকে সে চেয়ে নিল। কৃষ্ণকে আদর করতে লাগল। তারপর একটু দূরে গিয়ে বুকের দুধ খেতে দিল। আসল ব্যাপার হলো, পুতনা তার স্তনে বিষ মাখিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বিষমাখানো এই স্তন পান করে কৃষ্ণ মরে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ এমনভাবে দুধ পান করলেন যে পুতনা চিৎকার করতে লাগল। চোখ বেরিয়ে এলো তার। অনেক দূরে গিয়ে সে পড়ে মরে গেল।

এরপর একদিন তৃণাবর্ত নামে এক অসুর এলো। সে প্রচন্ড ধূলিঝড় দিয়ে কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিল। কিন্তু কৃষ্ণ ওপরে গিয়ে তৃণাবর্তের গলা জোরে জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণের প্রচন্ড চাপে মরে গেল তৃণাবর্ত।

এভাবে কৃষ্ণ তার শিশুবেলাতেই অনেক দুষ্ট অসুর-রাক্ষসদের মেরেছেন। তাদের মেরে নিজেকে রক্ষা করেছেন। গোকুলের শিশুদেরও রক্ষা করেছেন। এই বয়সে তিনি জীবসেবাও করেছেন। জীবের প্রতি তাঁর অনেক ভালোবাসা ছিল। তিনি ঘর থেকে ঘি-মাখন-দই প্রভৃতি এনে বানরদের খাওয়াতেন। তিনি এই বয়সে মানুষের সেবাও করেছেন। এক বৃদ্ধা ফল বিক্রি করতেন। চলাফেরায় তাঁর খুব কষ্ট হতো। কৃষ্ণ ঘর থেকে টাকাপয়সা এনে তাঁকে দিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি একজন গরিব বৃদ্ধাকে সাহায্য করেছেন।

এক সময় তিনি বড়ো ভাই বলরামকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে তিনি অত্যাচারী কংসকে হত্যা করেন। উগ্রসেন এবং তাঁর বাবা-মাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। এ সবকিছুই হয় তাঁর কিশোর বয়সের মধ্যে।

শিশুবয়সে কৃষ্ণ খুব দুরন্ত ছিলেন। শক্তিশালী ছিলেন। সমবয়সি বালকের তুলনায় তিনি দীর্ঘ ছিলেন। অনেক বুদ্ধি ছিল তাঁর।

বড়ো হয়ে কৃষ্ণ সমাজসংস্কার করেন। ধর্মসংস্কার করেন। রাজনীতির আদর্শ স্থাপন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন। তাঁর মুখেই শোনা গেছে গীতার অমৃত বাণী।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আদর্শ। তিনি ভগবানের আসনে আসীন। তবে তিনি মানুষ হিসেবেই সকল আদর্শ স্থাপন করেন। আমরা তাঁর আদর্শ জীবনচরিত আলোচনা করব। আমরা সমৃদ্ধ হব। শক্তি পাব। আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাব।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন মহাপুরুষ। ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাকলা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামকানাই চক্রবর্তী। মাতা কমলা দেবী। রামকানাই চক্রবর্তীর ইচ্ছা ছিল, তাঁর পুত্রদের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী হবেন। লোকনাথ পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভগবান গাঙ্গুলীর দীক্ষিত শিষ্য হলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু বেণীমাধবও ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। একদিন তাঁরা গৃহত্যাগ করেন। গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁরা কঠোর সাধনায় রত হন। কালীঘাট, কাশীধাম ও হিমালয় পর্বতে তাঁরা কঠোর সাধনা করেন। এভাবে তাঁদের পঁচিশ বছর কেটে যায়। এরপর তাঁরা দেশ পরিভ্রমণে বের হন। তাঁরা আফগানিস্তান, মক্কা, মদিনা ও চীন দেশ ভ্রমণ করেন। এরপর আবার হিমালয়ে সাধনার জন্য চলে আসেন। এক সময় গুরুর নির্দেশে দুই বন্ধু আলাদা হয়ে গেলেন। বেণীমাধব ভারতের কামাখ্যা মন্দিরে গেলেন। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে এলেন লোকনাথ

ব্রহ্মচারী। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর মানবসেবা। একদিন এক বটগাছের নিচে লোকনাথ ব্রহ্মচারী ধ্যান করছিলেন। এমন সময় ভেঙ্গু কর্মকার নামে এক দরিদ্র লোক সেখানে আসেন। তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ফৌজদারি মামলার আসামী। মামলার বিচারে তার কঠিন শাস্তি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে অনেক অনুনয় করেন। লোকনাথের কৃপায় মামলা থেকে তিনি মুক্তি পান। পরবর্তীকালে ভেঙ্গু কর্মকার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি লোকনাথের সঙ্গে ছিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর স্পর্শে অনেক অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে যেত। বিপদ থেকে উদ্ধার পেত। একবার বারদীর পাশের গ্রামে এক ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। লোকনাথ তাদের পালাতে নিষেধ করলেন। তাঁর কৃপায় ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এভাবে লোকনাথ, 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু ও পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বারদী গ্রামে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। সেখানে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। পরিচর্যা করতেন। পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর শরীরে এসে বসত। তিনি সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করতেন। জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাই ছিল তাঁর কাছে ব্রহ্মানন্দ।

বাবা লোকনাথ ছিলেন একজন আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সমাজের সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। এজন্য সবার কাছে তিনি পরম পূজনীয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। জীবসেবাই যে ঈশ্বরের সেবা তিনি তা অনুভব করতেন। এজন্যই তিনি সব সময় নিজেকে জীবের সেবায় নিয়োজিত রাখতেন। জীবসেবার বিষয়টি তিনি শিষ্যদেরকেও বোঝাতেন। মহাপুরুষ লোকনাথ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০ বছর বয়সে বারদীর আশ্রমে পরলোক গমন করেন। বর্তমানে বারদী একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র।

রাণী রাসমণি

রাণী রাসমণি ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রাণী রাসমণির জন্ম। কলকাতার হালিশহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণ দাসের পেশা ছিল গৃহ-নির্মাণ ও কৃষিকাজ। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া মেয়ের নাম রাখেন রাণী। পরে তাঁর নাম হয় রাসমণি। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। জমিদার রাজচন্দ্র দাস ছিলেন তাঁর স্বামী। গরিব ঘরে তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি রাণীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের চারটি কন্যাসন্তান ছিল— পদ্মমণি, কুমারী, করুণা এবং জগদম্বা।

রাজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশল এবং উদার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী রাসমণির অনুপ্রেরণা। এই জমিদার পরিবার অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে। তাঁরা অনেক অসহায় পরিবারকে সাহায্য করেছেন। রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে রাজচন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব রাসমণির ওপর এসে পড়ে।

রাসমণি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রের সংস্কার সাধন। একবার তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ তীর্থে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল খুবই জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হতো। রাসমণি সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। তিনি তিন দেবতার

জন্য তিনটি মুকুটও তৈরি করে দেন। তিন দেবতা হলেন— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মুকুট তিনটি ছিল হীরকখচিত। মুকুট তৈরিতে লেগেছিল ষাট হাজার টাকা।

রাসমণি খুব তেজস্বীও ছিলেন। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর কর আরোপ করে। জেলেদের কর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না । জেলেরা খুব অসহায় হয়ে পড়ে। তারা মমতাময়ী রাণী রাসমণির কাছে যায়। রাসমণি টাকা দিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার লিজ নেন। গঙ্গার ঐ অংশটি তখন রাসমণির অধিকারে আসে। রাসমণি গঙ্গায় ইংরেজদের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন। ইংরেজরা তখন বাধ্য হয় রাসমণির সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতে। জেলেরা কর ছাড়াই মাছ ধরার অধিকার পায়।

রাণী রাসমণির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির নির্মাণ। লোকের বিশ্বাস, তিনি মা কালীর আদেশ পেয়েছিলেন। তিনি গঙ্গার তীরে জমি ক্রয় করে কালীমন্দির নির্মাণ করেন। রাণী সেখানে প্রতিদিন পূজা দিতেন। এক সময় গদাধর নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পান। তিনিই পরবর্তীকালে হন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণের শিষ্য বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাণী রাসমণির মৃত্যু হয়। সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম কিন্তু কর্মের দ্বারা তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কর্মই শ্রেষ্ঠ। রাণী রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ৯

পদ্ধতি: বিনিময় স্টল পরিকল্পনা

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান
- তাদের বিনিময় স্টলের ধারণা ও গুরুত্ব ছবিসহ বুঝিয়ে বলুন
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করুন যেখানে একটি বিনিময় স্টল স্থাপন করা সম্ভব। এখানে পুরোনো/নতুন বই, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, পোশাকাদি সংরক্ষণ ও বিনিময়ের জন্য ব্যবস্থা করতে দিক নির্দেশনা দিন
- যেসব জিনিস বিনিময় স্টলে থাকতে পারে তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় করতে দিন
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত আছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস বিনিময় স্টলে

রাখার জন্য বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বলুন। (সবার জন্য বাধ্যতামূলক করবেন না। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনায় রাখুন। সাধারণ, ছোটোখাটো জিনিস আনতে যেন কেউ অস্বস্তি বোধ না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।)

- বলুন যে পরবর্তী সেশনে বিনিময় স্টলটি উদ্বোধন করা হবে

সেশন ১০

পদ্ধতি: বিনিময় স্টল উদ্বোধন

- শিক্ষার্থীরা যেসব জিনিস নিয়ে এসেছে সেগুলো বিনিময় স্টলে রাখতে বলুন
- শিক্ষার্থীদের অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের বিনিময় স্টল পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাতে বলুন
- বিনিময় স্টল উদ্বোধন করুন এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করুন

তৃতীয় অধ্যায়

সহাবস্থান

শিখন অভিজ্ঞতা ৮

বিষয়ঃ সহাবস্থান

উদ্দেশ্যঃ বিভিন্ন ধর্মে সহাবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ও নিজ জীবনে চর্চা করা

শিক্ষক এই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাটি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতা চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। অভিজ্ঞতা চক্রটি দেখুন। মোট ১১ টি সেশনের মাধ্যমে আপনি এই অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করতে পারেন।

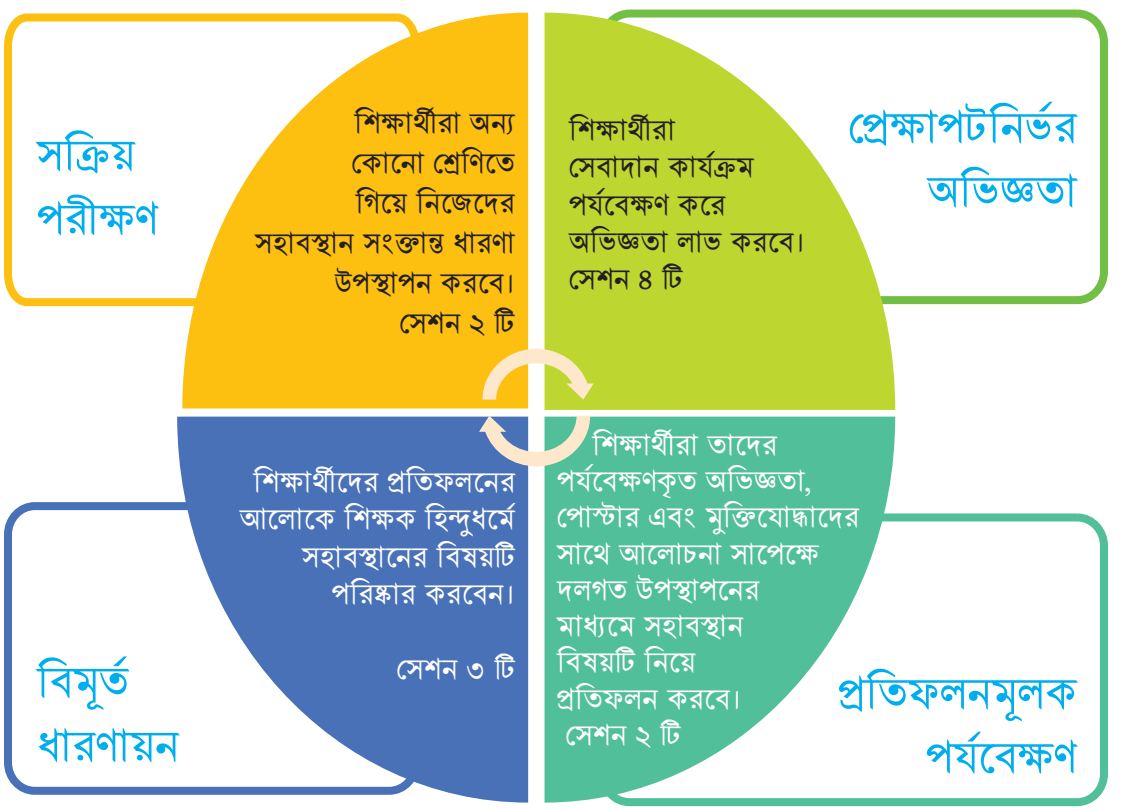

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন ৪ টি

সেশন ১-৪

পদ্ধতিঃ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

- এই সেশনে শিক্ষার্থীদের ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যাবেন। যেমন কোনো রক্তদান কর্মসূচি দেখাতে বা রক্ত ব্যাংক বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতাল বা এরকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠার পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন।

- বাবা-মা/অভিভাবকের অনুমতির পাশাপাশি অন্যান্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।

- এই সেশনগুলোর পূর্বেই প্রয়োজনীয় যোগাড়যন্ত্র করে রাখুন, কোনো তথ্য না জানা থাকলে জেনে রাখুন।

- যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কথা ভাবছেন তার সময়সূচি জেনে রাখুন। প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো পূর্বানুমতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকলে নিয়ে রাখুন বা আগমনবার্তা জানানোর থাকলে জানিয়ে রাখুন।

মনে রাখবেন

এই ফিল্ড ট্রিপটির উদ্দেশ্য হলো এমন একটি জায়গায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া যেখানে এটা দেখা যায় যে সকল মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে, যদিও তাদের ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বা ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। লক্ষ করুন, রক্তদান কর্মসূচি দেখতে গেলে দেখা যায় যে কোনো ধর্ম-বিশ্বাস-মতামত নির্বিশেষে একজন মানুষ অপর আরেকজন মানুষের সেবায় অংশগ্রহণ করছে। একইভাবে রক্ত ব্যাংকেও দেখা যায় যে কেউ কোন্ ধর্মের তা ব্যতিরেকেই সেবা গ্রহণ করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা সদর হাসপাতালে সেবা প্রদান বা গ্রহণের ক্ষেত্রেও কারও ধর্মবিশ্বাস কোনো প্রভাব রাখে না।

আপনার বিদ্যালয়ে আপনার বাস্তবতার সাপেক্ষে এই মূলকথাটি (মানে ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বা ভিন্ন মতামত থাকলেও যে সকল মানুষ মিলেমিশে থাকে) ঠিক রেখে ফিল্ড ট্রিপটির পরিকল্পনা করুন। হতে পারে কোনো রক্তদান কর্মসূচি আপনার এলাকায় এই সেশনের সময়কালীন সংগঠিত হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি শিক্ষার্থীদের নিকটবর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়ে যেতে পারেন।

এই বহুধাপী অভিজ্ঞতাটি চায় যে শিক্ষার্থী ভিন্ন মতের, ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন ধারণার মানুষের সাথে সহাবস্থান করার সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব বুঝতে পারে। তাই এই সেশনগুলো এবং এই বহুধাপী অভিজ্ঞতার সবগুলো সেশনে সহাবস্থানের বিষয়টি আপনার ভাবনায় রাখুন। শ্রেণিকক্ষে আপনার বলা কথা, আপনার আচরণে সহাবস্থানের বিষয়টি বজায় রাখতে চেষ্টা করুন যার ফলে আশা করা যায় যে সেশনের পরবর্তীতে বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীও সহাবস্থানের বিষয়টি নিজ জীবনে-চিন্তায় প্রয়োগ ঘটাতে পারবে।

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে যাত্রা শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই বলুন এ স্থানগুলোতে বিপদগ্রস্ত ও অসুস্থ মানুষ আসেন আর এ কারণেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষার্থীরা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান এবং চলাফেরা করে। বলুন যে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কোনোভাবেই যাতে না করে যে চলমান কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের স্থাপনাগুলো, আগত মানুষ এবং সেবাপ্রদানকারী সকলকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। নির্দেশনা হিসেবে বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্দেশনাগুলো এভাবে দিন: যেমন, কোনো নির্দিষ্ট দিকে আঙুল তাক করে বলুন, "ঐ যে দেখছো, ঐ জায়গাটায় যারা চিকিৎসা নিতে চায় তারা নাম এবং তথ্য নিবন্ধন করছে।"
- শিক্ষার্থীদের বলুন, "দেখেছো, যারা সেবা চাচ্ছে, কাউকে কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

সবাইকেই সেবা দেওয়া হচ্ছে। সবাইকেই সুস্থ করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত আছে।" কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এমন দেখা যায় যে কোনো অসুস্থ কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তবে পরিস্থিতিটি ভালো করে জানুন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন। যেমন হতে পারে কোনো চিকিৎসাপ্রার্থী ব্যক্তির জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন যার জন্য কোনো বিভাগীয় বা বড়ো হাসপাতালে তাকে বাস্তবানুগভাবেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ও মঙ্গল কামনা করে সেশনটি শেষ করুন।

ফিল্ড ট্রিপের বিকল্প: কোনো কারণে ফিল্ড ট্রিপ আয়োজন করা না গেলে শিক্ষার্থীদের রক্তদান কর্মসূচি বা রক্ত ব্যাংক সংক্রান্ত ভিডিও দেখাতে পারেন। রক্তদান নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন যেমন বাঁধন, সন্ধানী কিংবা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভিডিও সংগ্রহ/ ডাউনলোড করে দেখাতে পারেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র YouTube channel (https://www.youtube.com/c/BangladeshRedCrescentSociety/videos) এ বেশ কিছু ভিডিও আছে যা ফিল্ড ট্রিপের বিকল্প হিসেবে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। যেকোনো ভিডিও দেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দেখানোর আগে নিজে দেখে নিন এবং ভিডিও দেখানো সম্বন্ধীয় চেকলিস্টটি অনুসরণ করুন।

বিকল্প হিসেবে বিদ্যালয়ে রক্তদান কর্মসূচির একটি ডেমোও করা যেতে পারে।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন ৩টি

সেশন ৫
পদ্ধতি : আলোচনা

শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক ভাবনা ও আলোচনার জন্য নিচের নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক প্রশ্ন একটি পোস্টারে লিখে শিক্ষার্থীদের সামনে বা বোর্ডে সাঁটিয়ে দিন। পোস্টারে লিখুন:

- তোমরা ..... গিয়ে কী দেখেছো?
- এখানে কারা সেবা পাচ্ছে?
- কী ধরনের সেবা পাচ্ছে?

যদিও শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ে দেওয়া আছে, তারপরও এই সেশনের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের একটি পোস্টার শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করুন। এই পোস্টারটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পুনর্মুদ্রণ করেছে এবং সুলভ মূল্যে বিক্রয় করছে। আপনি চাইলে সেটিও সংগ্রহ করতে পারেন

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে ফিল্ডট্রিপের অনুভূতি (কেমন লেগেছে) জিজ্ঞেস করুন
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুভূতি কিংবা শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হলে সকল শিক্ষার্থীর অনুভূতি শুনুন
- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ করে দিন। তাদের সামনে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পোস্টারটি উপস্থাপন করে, পোস্টারে লিখিত প্রশ্নের আলোকে তাদের আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিন
- আলোচনা শেষে প্রতিটি দলকে তাদের আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করতে বলুন
- এবার শিক্ষার্থীদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক পোস্টারটি দেখান। তাদের জানান যে এই পোস্টারটি এঁকেছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী। এরকম পোস্টার মুক্তিযুদ্ধের সংকটপূর্ণ সময়ে সকলের মনে অফুরন্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে
- শিক্ষার্থীদের পোস্টারটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন
- পোস্টারের লেখাগুলো একাধিক শিক্ষার্থীকে উচ্চস্বরে পড়তে বলুন। পোস্টারে থাকা উপাসনালয়ের ছবির দিকেও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন
- এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে পরবর্তী সেশনের আগে তাদের পরিচিত বা সান্নিধ্যে যাওয়া যায় এমন কোনো মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলতে হবে। নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীদের কথোপকথনটি পরিচালনা করতে হবে

দাদু/দিদা বা অন্য কোনো সম্বোধন,

তুমি/ আপনি কেন যুদ্ধে গিয়েছিলে/ গিয়েছিলেন?
কোন বয়সী মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল?
কোনো বিশেষ ধর্মের মানুষ যুদ্ধে গিয়েছিল নাকি সব ধর্মের মানুষ?

- শিক্ষার্থীদের বলুন যে কথোপকথনটি লিখিত আকারে পরবর্তী সেশনে জমা দিতে হবে

- মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকার নিতে না পারলে শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধকালের অভিজ্ঞতা আছে, এরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। তবে বিকল্প উপায় ব্রবহার না করলেই ভালো হয়

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন

সেশন ৬-৭

পদ্ধতিঃ পোস্টার উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে জানতে চান, সবাই আগের সেশনে দেওয়া মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথোপকথন সম্পন্ন করেছে কি না। কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন। তাদের কথোপকথনের অনুভূতি জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কথোপকথনের লিখিত প্রতিবেদন জমা নিন

- এবার শিক্ষার্থীদের বলুন যে তাদের দেখানো পোস্টার, মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথোপকথন এবং বিগত সেশনগুলোর আলোকে একটি পোস্টার আঁকতে হবে। শিক্ষার্থীদের পোস্টার আঁকার জন্য কাগজ দিন

- শিক্ষার্থীদের পোস্টার বানানো শেষ হলে সেগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার বানানো পোস্টার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন। কী ভাবনা থেকে সে পোস্টারটা এঁকেছে তা বলতে বলুন। সাজানো, শেখানো কথার চেয়ে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব অনুভূতি বর্ণনা করতে উৎসাহিত করুন

- শিক্ষার্থীর জমাকৃত প্রতিবেদনের সাথে তার আঁকা পোস্টারের কোনো যোগসূত্র আছে কী না তা জিজ্ঞেস করুন

- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন ৩ টি

সেশন ৭-৯

পদ্ধতিঃ আলোচনা

শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করুন

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যেমন দেখেছি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও যেমনটা দেখেছি, তেমনি হিন্দুধর্মেও সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে
- বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে নিচের তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন
- অন্যান্য ধর্মেও যে সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে, সেকথাও শিক্ষার্থীদের জানান

সহায়ক তথ্য

(এই তথ্য শিক্ষকের জন্য নির্দেশনামূলক, এর আলোকে নিজ থেকে বলুন। হুবহু পড়ে শোনাবেন না।)

হিন্দুধর্মে সহাবস্থান

সকল ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবনাগুলোর একটি। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ গীতা'য় ফলের আশা না করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে সৃষ্টির সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালোবাসা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ এ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ, অপরের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে সহাবস্থানের বিষয়ে চমৎকার কিছু বাণী আছে। যেমন:

মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই।

(ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫)

হে জ্যোতিঃ স্বরূপ! তুমি মানব সমাজের শক্তিপূঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু।

(সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/২)

হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্। আমাকে সুখের সহিত বর্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব।

(যজুর্বেদ, ৩৬/১৮)

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন যুগের মহামানবেরা এই সম্প্রীতিরই জয়গান গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অন্য ধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন। রামকৃষ্ণের মতে এই বিভিন্ন ধর্মের সাধনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারই নামান্তর। তিনি বলেছিলেন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলেও সকল ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। তাঁর বিখ্যাত বাণী হলো, ''সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ'', অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক বা অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো'য় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance

and universal acceptance. We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." যা বাংলায় লিখলে দাঁড়ায় এরকম: "আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্মের যা বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই।"

হরিচাঁদ ঠাকুর যে বারোটি উপদেশ সকলের জন্য রেখে গিয়েছেন তা 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই দ্বাদশ আজ্ঞার পঞ্চম আজ্ঞায় হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, "সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।" আর ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলেছেন, "জাতিভেদ করবে না।"

হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ এবং মহামানবদের বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি এই ধর্ম মানুষে মানুষে একসাথে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা নিয়ে সহাবস্থানের কথা বলে এবং দল-মত নির্বিশেষে সবাই সবার কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার কথা বলে।

অন্যান্য ধর্মে সহাবস্থানের কথা

সকল ধর্মই অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সহাবস্থানের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়। নিচে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের সহাবস্থান বিষয়ক কথাগুলো জেনে রাখুন।

ইসলাম ধর্মে সহাবস্থান

ইসলাম সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণের শিক্ষা দেয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ইসলামি আদব। কেননা, মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সা'দ (রা.) কাদেসিয়া এলাকায় বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বললেন, মহানবি (স.) এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, সে কি একটি প্রাণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না?

সুখে-দুঃখে ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের যে কোনো বিপদে-আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের শিক্ষা। মহানবি (স.) যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করত। বিপদে-আপদে ও দুঃখে-কষ্টে মহানবি (স.) সবার পাশে দাঁড়াতেন। এমনকি তিনি অমুসলিম রোগীকে দেখতে তাদের বাসায়ও যেতেন ও তাঁদের সেবা করতেন।

হযরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'জেনে রেখ! কোন মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম নির্যাতন করে, অথবা তার মর্যদা ক্ষুণ্ন করে অথবা তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করব। (আবু দাউদ)

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে জানতে চাইলাম– আমি কী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি তাঁর সঙ্গে মায়ের মতোই আচরণ করবে। (সহিহ বুখারি)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মে এমন কোনো রীতি-নীতি নেই যা অন্য মানুষকে কষ্ট দেয়। যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়, তাদের প্রতিও মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মুসলমানরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা হলো–

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। অন্য কেউ তাদের ধর্ম পালন ও উৎসবে বাধা প্রদান করবে না;

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে হবে ও সুন্দর আচরণ করতে হবে;

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে না;

দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবাই অংশগ্রহণ করবে;

সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান পরিচালনা করতে বাধা নেই;

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে হবে;

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোনোও আত্মীয়স্বজন থাকলে তার সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে; এবং

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে। তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে দাঁড়াতে হবে।

সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সদাচার

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সাথে বেইনসাফ কিংবা অন্যায় আচরণের নির্দেশনা দেয় না। ইসলামে অমুসলিমদের ধর্ম পালন, বিপদাপদে সাহায্য প্রদান, সৌজন্যমূলক হাদিয়া প্রেরণ, ন্যায়বিচারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভাজন না করে একই সঙ্গে চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া ও লেনদেনের অবকাশ রাখা হয়েছে এবং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে বিপদাপদে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে

পাশে থাকতে পারে। মানুষ হিসেবে মানুষকে সম্মান করা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে যখন ভিন্ন ধর্মের কোনো লোক অসুস্থ বা বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যেত, তখন তিনি তার বার্ষিক 'কর' মওকুফ করে দিতেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক অসহায় বৃদ্ধ তাঁর পেছন থেকে ধরে বসল। ওমর (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তুমি কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলল, ইহুদি। জিজ্ঞেস করলেন, কী দরকার? বৃদ্ধ বললেন, কর মওকুফ, কিছু সাহায্য ও বার্ধক্য ভাতা। ওমর (রা.) তাকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ও সাহায্য প্রদান করলেন। এরপর বায়তুল মালের হিসাবরক্ষকের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ বৃদ্ধ এবং তার মতো আরও যত বৃদ্ধ আমাদের দেশে আছে, সবার কর কওকুফ করে দাও এবং খাদ্যভান্ডার থেকে তাদের সাহায্য করো। এমন ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয় যে, আমরা তাদের যৌবনের শুল্ক গ্রহণ করে বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব।

বৌদ্ধধর্মে সহাবস্থান

বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সকল ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সুন্দর, নৈতিক ও মানবিক আচরণ করতে এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের সময়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হতো সেই মানুষটি কোন বংশে এবং কোন পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেছে, তার উপর। ফলে নিচুবংশে বা দরিদ্র পরিবারে জন্গ্রহণ করা মানুষগুলো ধর্মীয়, রাষ্টীয় এবং সামাজিক অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হতো। বুদ্ধ এই সামাজিক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন 'জন্মে নয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় ও মর্যাদা নির্ধারণ হয়।' এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গে বুদ্ধ বলেছেন :

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জটা, গোত্র এবং জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি সদ্ধর্মের অধিকারী এবং পবিত্র তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভালবাসতে বা মঙ্গল কামনা করতে বলেন নি। তিনি শুধু মানুষ নয় পশু-পাখি এবং প্রকৃতিকেও ভালবাসতে বলেছেন এবং সকল জীবরে মঙ্গল কামনা করতে বলেছেন। এছাড়া,

কটু কথা বলা, কাউকে আঘাত করা, হত্যা করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা,কারো সম্পদ হরণ করা প্রভৃতি অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিয়েছেন। কারণ এসব অকুশল কর্ম মানুষের ক্ষতি সাধন করে, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য নষ্ট করে।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ

বুদ্ধের মতে, জগতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পুশ-পাখিতে শারীরিক গঠন, বর্ণ এবং আকৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে এমন কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে জন্ম বা বংশে দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। কর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়। কর্মের কারণে মানুষ সৎ-অসৎ, কৃষক, শিল্পী, বলিক, চোর, দুস্য ইত্যাদি হয়। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থের বাসেট্ঠ সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন :

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা;

বানিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

অর্থাৎ মানুষ কর্ম দ্বারা কৃষক হয়, কর্ম দ্বারা শিল্পী হয়; কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হয়।

কুশল কর্ম মানুষকে মহৎ করে। অকুশল কর্ম মানুষকে হীন করে। বুদ্ধ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের করণীয় মৈত্রী সূত্রে বলেছেন :

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

অর্থাৎ ‘মা নিজের জীবন দিয়ে যেভাবে একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা প্রদর্শন করবে।

তাই আমাদের উচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণীকে ভালবাসা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা।

বুদ্ধ সকল পেশাকে সমান চোখে দেখছেন এবং নানা ধরনের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করতে বলেছেন। তাঁর মতে, পেশা মানুষকে ছোট-বড় করে বা হীন-মহৎ করে না। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে জেলে, লাভ

করেছিল এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। তাই কোনো পেশাকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান

পবিত্র বাইবেল যিহোশূয় ২৪:১৫ পদে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা লেখা হয়েছে। "কিন্তু সদাপ্রভুর সেবা করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার সেবা তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও...।" ঈশ্বর ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে ধর্মীয় সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সহনশীলতার কথা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল রোমীয় ১২:১৭-১৮ পদে লেখা আছে,"মন্দের বদলে কারও মন্দ কোর না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস কর।"

পবিত্র বাইবেল লূক ১০:২৭ পদে লেখা আছে,".. তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।" এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালোবাসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসতে হবে। যোহন ৪:৭ পদে লেখা আছে,"প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে ভালবাসা

আছে, ঈশ্বর থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরকে জানে।" যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দাবী করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। যীশু সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের কথা বলেছেন। পবিত্র বাইবেল যোহন ১৩:৩৪ পদে যীশু বলেছেন,"একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি-তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো।" একে অন্যকে ভালোবাসা যীশুর আজ্ঞা।

যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর শিক্ষা এই, আমরাও যেন অন্য মানুষকে ভালোবাসি ও তাদের সম্মান করি। যীশু অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁর প্রেম দেখিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণিভেদে সকল মানুষকে তিনি সম্মান ও মূল্য দিয়েছেন। তাঁর নিজের গোত্রের মানুষ যিহুদীরা অন্যান্য সব ধর্ম ও গোত্রের

মানুষদের তুচ্ছ করতো, তাদের তারা অধার্মিক মনে করতো। বিশেষ করে শমরীয় জাতির লোকদের তারা তুচ্ছ বা ঘৃনা করত। যিহুদীরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা করত না; এমনকি তারা

শমরীয়দের বাসভূমি দিয়ে চলাচল পর্যন্ত করত না। কিন্তু যীশু ছিলেন এসবের উপরে। বাইবেলে যোহন লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে যীশু একবার সেই অঞ্চলে গেলেন। এমন কি তিনি সেখানে গিয়ে একজন শমরীয় নারীর কাছে পিপাসা মিটানোর জন্য জল চাইলেন। সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যীশু সেদিন পিপাসা মেটানোর জন্য জল চাইতে দ্বিধা করেননি।

সুসমাচার লুক ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাই সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন বাঁধার উর্ধ্বে উঠে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে। এটা অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশের একটি চমৎকার উপমা (প্রতিবেশী বিষয়ক সেশনগুলোতেও এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। দৃষ্টান্তটি সংক্ষেপে এরূপ: যেরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময়ে একজন যিহুদীকে একদল দস্যু অনেক প্রহার করে আধমরা অবস্থায় পথের পাশে ফেলে চলে যায়। পরে ঐপথ দিয়ে এক জন যাজক এবং তারপরে একজন লেবীয় (যাজকীয় কাজে সাহায্যকারী লোক) নিজ নিজ কাজে চলে গেল। তারা কেউই সেই বিপদগ্রস্থ লোকটির সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। পরে ঐ পথ দিয়ে একজন শমরীয় ব্যক্তি (যে ছিল অযিহুদী ও যিহুদীদের দৃষ্টিতে বিধর্মী) যাচ্ছিলেন। তিনি পথের পাশে পড়ে থাকা ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে দেখে তাকে সমস্ত প্রকারের সাহায্য করলেন, তার চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করলেন। তিনি তাকে একটা পান্থশালায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে মহৎ আজ্ঞা কী?—এমন এক প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছেন, "সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারি আদেশ হলো, 'তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।' তার পরের দরকারি আদেশটা প্রথমটারই মতো: 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।' খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি আদেশের উপরেই নির্ভর করে আছে।" (মথি ২২:৩৭-৪০, মার্ক ১২:২৯-৩১, লুক ১০:২৭)। সাধু লুকের সুসমাচারে যীশুর বলা গল্পটিতে সেই শমরীয় ব্যক্তিই হয়েছিলেন আহত লোকটির কাছে প্রকৃত প্রতিবেশী।

যীশু খ্রীষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শিক্ষা দেন যেন জাতি, গোত্র, ধর্ম, সম্পদ, সামাজিক

পদমর্যাদা, ইত্যাদির কথা বিবেচনা না করে সকল মানুষকে সম্মান করি, সকলের মধ্যেই যে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ আছে বা থাকতে পারে সে কথা যেন মনে রাখি। প্রত্যেকের ন্যায্য ও মানবীয় অধিকারকে সম্মান করা আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। শত রকমের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোন বিকল্প আজ পৃথিবীতে নেই।

পবিত্র বাইবেল এ যীশু খ্রীষ্টের অনেকগুলি উপাধির মধ্যে একটি হল "শান্তিরাজ"। মানুষে মানুষে শান্তি ও প্রেম ছিল তাঁর জীবনের বড় এক লক্ষ্য। প্রেরিত পৌলের এ কথাগুলো আমাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণীত করতে পারে: "শেষে বলি, ভাইয়েরা, যা সত্যি, যা উপযুক্ত, যা সৎ, যা খাঁটি, যা সুন্দর, যা সম্মান পাবার যোগ্য, মোট কথা যা ভাল এবং প্রশংসার যোগ্য, সেই দিকে তোমরা মন দাও। তোমরা আমার কাছে যা শিখেছ ও ভাল বলে গ্রহণ করেছ এবং আমার মধ্যে যা দেখেছ ও আমার মুখে যা শুনেছ, তা-ই নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখ। তাতে শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।" (ফিলিপীয় ৪:৮-৯)। তাই আমরা খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে চলে একটা সুন্দর ও শান্তির সমাজ তৈরীর কাজে অবদান রাখবো।

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, হিন্দুধর্মের প্রধান উৎসব কোন্‌টি? শিক্ষার্থীদের জানান যে আজ তারা আরও কয়েকটি ধর্মের প্রধান উৎসব সম্বন্ধে জানবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তাদের অন্য ধর্মের বন্ধুদের উৎসবগুলো তারা কখনও একসাথে উদ্‌যাপন করেছে কী না। নিচের তালিকাটি অতঃপর শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরুন।

ইসলাম ধর্ম	বৌদ্ধধর্ম	খ্রীষ্টধর্ম
প্রধান ধর্মীয় উৎসব		
ঈদ–ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহা	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)	ক্রিসমাস
সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।

- দুর্গাপূজায় যে সবাই নতুন জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায় এ কথা শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে বের করে আনুন। সকল ধর্মীয় উৎসবগুলোর আনন্দের মধ্যে যে দারুণ মিল আছে সেটা প্রতিষ্ঠা করুন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন ২ টি

সেশন ১০-১১

পদ্ধতিঃ সশেন পরচিালনা

- এই সেশনগুলোর অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা সহাবস্থান সম্বন্ধে যা জেনেছে তা অন্য একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। তাই এরকম একটি শ্রেণি নির্বাচন করুন এবং কোন্ সময়ে এই কাজটি সম্পাদন করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করুন
- শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সেশন শুরু করুন
- শিক্ষার্থীদের দলে/ জোড়ায় ভাগ করে দিন
- তাদের জানান যে তারা সহাবস্থান সম্বন্ধে যা জেনেছে তা অন্য একটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। বলুন যে তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন দশ মিনিট) ধরে সেশনটি নিতে হবে এবং তারা চাইলে তাদের উপস্থাপনের জন্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম, পোস্টার বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করুন। তাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নসমূহের উত্তর দিন এবং বিভিন্ন উপস্থাপন কৌশলের বিষয়ে জানান

- নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমানুসারে প্রত্যেক দল/ জোড়ার উপস্থাপন দেখুন। প্রতিটি উপস্থাপন শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা করার সুযোগ দিন
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। তাদের শুভকামনা করে সেশন শেষ করুন।

ফ্লাইওভার : উন্নয়নের পথে, পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
হিন্দুধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য